অক্টোবর ২০১৪, আশ্বিন-কার্তিক ১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

হাওরবাসীদের পাশে গভর্নর

এক্সিকিউটিভ রিট্রিট ২০১৪

বাংলাদেশ ব্যাংকের এফআই পুরস্কার অর্জন

স্মৃতির আয়নায় বাংলাদেশ ব্যাংক

স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের সবকিছুই নতুন করে শুরু করতে হলো।

ফারুক উদ্দিন আহমেদ
প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ফারুক উদ্দিন আহমেদ। তিনি তৎকালীন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে ১৯৬৩ সালে সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা পদে করাচিতে যোগদান করেন। ২০০০ সালে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্মৃতিচারণমূলক এ লেখায় ফারুক উদ্দিন আহমেদ সুদীর্ঘ ৩৭ বছরের চাকরি জীবনের নানা ঘটনা ও অনুভূতি তুলে ধরেছেন।

সেদিনটির কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। ১৯৬৩ সালের ২১ আগস্ট আমার জন্মদিনের মাত্র পাঁচদিন আগে ছোট ভাই ডাঃ কামালের সঙ্গে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের করাচিস্থ প্রধান কার্যালয়ে প্রথম চাকরিতে যোগদান। ঢাকা থেকে সুদূর করাচি- মরুভূমির উষ্ণ শহর, যেখানে আমাদের মতো কেউই বাংলা বলে না। জয়েন করেই মনটা কেমন কেমন করছিল- ভাবছিলাম সুজলা-সুফলা সবুজ পূর্ব বাংলার (তখন পূর্ব পাকিস্তান) সঙ্গে এ কেমন মরুভূমি জুড়ে দিয়ে কারা ঐ পাকিস্তান বানালো ! এটা টিকবে তো? করাচিস্থ স্টেট ব্যাংকের হেড অফিসের গবেষণা বিভাগে সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিয়ে প্রথম প্রথম বেশ দ্বিধা হলেও সিনিয়র সহকর্মী নুরুল ইসলাম চৌধুরী (পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা) মাহ্‌বুবুর রহমান খান (পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর) এবং তাহের উদ্দিনের (পরবর্তীতে জনতা, মার্কেন্টাইল ও সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক) সাহচর্যে, উৎসাহে ও প্রেরণায় অনেকটা সয়ে গিয়েছিল। তবুও করাচি ও তার আশপাশের বিরান মরুপ্রায় অঞ্চলগুলো দেখে দেশের কথা ভীষণ মনে পড়তো। মনের চোখে ভেসে উঠতো বাংলাদেশের সবুজ-শ্যামল বন-বনানী, কলকল করে বয়ে যাওয়া নদী ও ছড়াগুলো (সিলেটে ছোট ছোট নদীগুলোকে 'ছড়া' বলে) আর নানা রংয়ের পাখির কলতান। নিজের গ্রামের বাড়ি সিলেটের কমলগঞ্জের এবং সেখানকার শত শত মাইল জুড়ে ছবির মতো সাজানো চা-বাগানগুলোর অপরূপ দৃশ্যের কথা মনে

'বাংলাদেশ ব্যাংক শব্দ দুটি শুনলে আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়....'

হলে ইচ্ছে করতো টিকেট না পেলে হেঁটেই দেশে ফেরত চলে আসি। কিন্তু সে যে হাজার মাইলের চেয়ে বেশি ব্যবধানের বন্ধুর পথ। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বুঝাতেন- 'থাকোনা, আমরাও তো আছি'। যখন দেখলাম বাংলাদেশকে লুটে-পুটে এখানকার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণে পাচার হচ্ছে তখন সিদ্ধান্ত নিলাম- এ দেশকে (পশ্চিম পাকিস্তান) ছেড়ে যেতেই হবে। অনেক চেষ্টা তদবিরের পর ১৯৭০ সালের ৯ জুলাই ঢাকায় চলে এলাম-সপরিবারে। উল্লেখ্য ঐ বছরের এপ্রিলে সহকর্মী তাহের ভাইয়ের ছোটবোন (তখন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী) ফাতেমা আহমেদকে বিয়ে করি। আমার আম্মাও করাচি গিয়েছিলেন, তাই মা-বৌ নিয়ে ঢাকায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাংকের গবেষণা বিভাগে প্রথম শ্রেণির পদ না থাকায় আমাকে পদায়ন করা হলো ব্যাংকার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে (বিটিআই যা এখন মিরপুরে সুবিশাল দালানে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে পরিণত হয়েছে)। তখন ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ইংরেজি ও অর্থনীতি পড়াতাম। আমার সেদিনকার ছাত্রদের অনেকেই পরে বিভিন্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে আসীন হয়েছেন।

নিজের দেশে এসেও মনটা সব সময়ই আনচান করতো কারণ দেখতাম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানকে সব সময়ই তাদের কলোনির মতো মনে করতো। দুর্ব্যবহার আর বঞ্চনা চলছিলই। যে কোনো ব্যাপারেই ওদের সিদ্ধান্ত বাঙালিদের মানতে বাধ্য করতো। ১৯৪৮ এ যেমন জিন্নাহ্ সাহেব জোর করে উর্দুকে সমস্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বানাতে চেয়েছিলেন কিন্তু সালাম-রফিকের রক্তের বিনিময়ে তা সম্ভব হয়নি। ঠিক তেমনি শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কঠোর

(২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
- **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**
  ইসাবা ফারহীন
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

এএফআই (AFI) পুরস্কার পেল বাংলাদেশ ব্যাংক

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নীতি নির্ধারণ ও এর বাস্তবায়নে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক Alliance for Financial Inclusion Policy Award এ ভূষিত হয়েছে। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর রাজধানী পোর্ট অব স্পেনে অনুষ্ঠিত Alliance for Financial Inclusion (AFI) এর Global Policy Forum 2014 ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ এ পুরস্কার প্রদান করে। Alliance for Financial Inclusion (AFI) হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক রেগুলেটরের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যেটি বিশ্বব্যাপী আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ জোরদার করার জন্য কাজ করছে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রসারে উপযুক্ত নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংককে এ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

এএফআই অ্যাওয়ার্ড

উল্লেখ্য, কম খরচে দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা পাঠানোর প্রযুক্তিনির্ভর সহজ সেবা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালের প্রথম দিকে ব্যাংকের নেতৃত্বাধীন মোবাইল ব্যাংকিং চালু করে। এ সেবাকে মজবুত ভিত্তি দেয়ার লক্ষ্যে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ এ সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত গাইডলাইন জারি করা হয়, যাতে ডিসেম্বর ২০১১ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি ও পরিকল্পনা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাররা বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের পাশাপাশি কিছু খ্যাতনামা বিদেশি

পুরস্কার হাতে জিবি এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের ডিজিএম মোরশেদ মিল্লাত (সর্বডানে)

বিনিয়োগকারী সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক গ্রুপের আইএফসি, বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন মোবাইল ব্যাংকিং খাতের প্রসারে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবের প্রসার দিন দিন গতি পাচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৮টি ব্যাংককে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং গ্রাহকের সংখ্যা বর্তমানে ১ কোটি ৬৭ লাখ। ব্যাংকগুলো ৪ লক্ষ ১৪ হাজার এজেন্টের মাধ্যমে এ সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় গড়ে প্রতিদিন ২৮৪ কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। দেশের দরিদ্র ও ব্যাংকিং সেবাবঞ্চিত জনসাধারণ এবং বিপুল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত। বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং মডেলটি সারাবিশ্বেই একটি উদাহরণ হিসেবে আলোচিত হচ্ছে।

অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর

১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/ভূমিহীন কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল ব্যবহারকল্পে ২১ আগস্ট ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক ও ১০টি ব্যাংকের মধ্যে অংশগ্রহণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ১০টি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আর্থিক সেবাবঞ্চিত দেশের তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে মাত্র ১০ টাকা স্থিতি রেখে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ হিসাবগুলো সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব উৎস থেকে ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। এখন থেকে ১০ টাকার হিসাবধারী শ্রমজীবী মানুষ সরাসরি ব্যাংকের নিকট থেকে অথবা এমআরএ'র অনুমোদন প্রাপ্ত এমএফআই'র মাধ্যমে এ তহবিল থেকে স্বল্প সুদে সম্পূর্ণ জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও অন্যান্য অতিথি

বাংলাদেশ ব্যাংকে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস, দাশগুপ্ত অসীম কুমার এবং মোঃ আব্দুস সাত্তার মিয়ার অবসর উত্তর ছুটিতে গমন ও চিফ ইকোনমিস্ট ড. হাসান জামানের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদপূর্ণ হওয়ায় ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সচিব বিভাগ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী ও আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গভর্নরের সঙ্গে বিদায়ী কর্মকর্তা এবং অতিথিবৃন্দ

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তব্যে বিদায়ী কর্মকর্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, বিদায়ী কর্মকর্তারা তাদের শ্রম, মেধা ও ধীশক্তি দিয়ে আজ বাংলাদেশ ব্যাংককে দৃঢ়তর একটি অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। পরিশ্রমী, কর্মনিষ্ঠ ও মেধাবী এই কর্মকর্তাদের একাগ্রতা, ক্ষিপ্রতা, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও দূরদর্শিতার কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সফল হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক তার মেধাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত জনবলের মাধ্যমে চিরাচরিত কর্মগণ্ডির বাইরে এসে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন ভূমিকা ও কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এসব কর্মসূচি সফলভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশ- বিদেশে পরিচিত ও প্রশংসিতও হচ্ছে। গভর্নর তাঁর বক্তব্যে বিদায়ী অতিথিদের অবসর জীবনে সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ। বক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংকে বিদায়ী অতিথিদের কর্মজীবনের সফলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। বিদায়ী অতিথিবৃন্দও তাদের বক্তব্যে দীর্ঘ চাকরিজীবনে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব সম্পাদনে যথাযথ সহযোগিতা ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য গভর্নর ও অন্যান্য কর্মকর্তার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল।

উল্লেখ্য নির্বাহী পরিচালক সুধীর চন্দ্র দাস ১ আগস্ট ২০১৪, দাশগুপ্ত অসীম কুমার ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ এবং মোঃ আব্দুস সাত্তার মিয়া ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করেন। এছাড়া চিফ ইকোনমিস্ট ড. হাসান জামানের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ ৩১ আগস্ট ২০১৪ শেষ হয়।

এফআইসিএসডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

ব্যাংক খাতের গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়ক বিভাগ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি ও কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি) ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তাদের বার্ষিক কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা অনুষ্ঠানে গভর্নর ও অন্যান্য অতিথি

অনুষ্ঠানে ড. আতিউর রহমান বলেন, ব্যাংক খাত অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এখানে গ্রাহকের আস্থা সবচেয়ে বড় বিষয়। আমরা ব্যাংক খাতকে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি। গত কয়েক বছরে কমপক্ষে ২০টি সংস্কার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যেও দু-একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা কাজ করছি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এই প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী, কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সভাপতি গোলাম রহমান, উপকারভোগী কয়েকজন গ্রাহকসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি ও কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট মার্চ ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত মোট ১০,৯৯০টি অভিযোগের মধ্যে ১০,৮০৫টি অভিযোগ নিষ্পন্ন করেছে। এছাড়া গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত সকল কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন ফোন, ফ্যাক্স, এসএমএস, ওয়েবসাইট, ই-মেইল, ডাকযোগে অভিযোগ গ্রহণের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের ব্যাংকিং সেবা প্রত্যাশী অসংখ্য মানুষের ব্যাংকিং ও ব্যবসায়িক জিজ্ঞাসারও জবাব প্রদান করা হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রে ১৬২৩৬ নম্বরের একটি হটলাইন চালু রয়েছে।

এক্সিকিউটিভ রিট্রিট ২০১৪ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের ৭ম এক্সিকিউটিভ রিট্রিট ৪-৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ব্র্যাক সিডিএম, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী এ রিট্রিট অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার, ব্যাংক সুপারভিশন অ্যাডভাইজার এবং মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। Heading Towards a New Horizon শিরোনামে এবারের কর্মশালার শুরুতেই গভর্নর সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০-১৪ এর আওতায় গত পাঁচ বছরে ব্যাংকের অর্জনসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি দৃঢ়ভাবে আশা ব্যক্ত করেন যে, এ রিট্রিট অনুষ্ঠানে ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাহীগণের active participation এর মাধ্যমে ব্যাংকের আগামী ২০১৫-১৯ সালের কর্মপরিকল্পনাটি প্রণীত হবে এবং নতুন স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটি হবে অধিকতর দিক নির্দেশনামূলক ও কার্যকরী এবং জাতীয় রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে সহায়ক হবে।

রিট্রিটের একটি সেশনে গভর্নর, ডিজি, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার, ব্যাংক সুপারভিশন অ্যাডভাইজার ও অতিথি বক্তা আলোচনা করছেন

গভর্নর আরও বলেন, গত বছরে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে প্রায় পাঁচ মাস দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ প্রায় স্থবির থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োপযোগী আর্থিক নীতি সহায়তার ফলে মাত্র সাত মাসের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পুরোবছরের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশের ওপরে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ভিন্নধর্মী মুদ্রানীতি অবলম্বনের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী রিট্রিট অনুষ্ঠানে একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেন। যার বিষয়বস্তু ছিল- ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশন, ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ও রুল বেজ্‌ড সুপারভিশন হতে রিস্ক বেজ্‌ড সুপারভিশনে পরিবর্তন, ব্যাংকিং খাতে ভবিষ্যতে উদ্ভূত হতে পারে এমন সংকটের মোকাবেলা করার জন্য কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং, নতুন ব্যাংকিং প্রোডাক্ট প্রণয়ন ও ভবিষ্যৎমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনির্মাণ।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এবং চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক কাজে অটোমেশনের ব্যবহার সম্পর্কে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালার প্রয়োগ, বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে আরও দক্ষ করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ বিগত পাঁচ বছরের (২০১০-১৪) কৌশলগত পরিকল্পনার ফলাফল ও সাফল্যের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন এবং আগামী ২০১৫-১৯ মেয়াদে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের রোডম্যাপ তুলে ধরেন।

ব্যাংক সুপারভিশন অ্যাডভাইজার গ্লেন টাস্কি বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারভিশন চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার জন্য সম্ভাব্য কৌশলগত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। রিট্রিটের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন বিভাগ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা এবং ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল স্টেকহোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত উপাত্তের সারসংক্ষেপ রিট্রিটে উপস্থাপন করা হয়। মহাব্যবস্থাপক এবং নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের দলগত উপস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন 'ভিশন ২০২১ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা' শীর্ষক একটি সেশন পরিচালনা করেন। এছাড়াও, 'লিডারশিপ স্কিলস এবং কমিউনিকেশন' বিষয়ক আরও একটি সেশন পরিচালনা করেন ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরান বাকার।

নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান একটি মনোজ্ঞ সেশন পরিচালনা করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের দাপ্তরিক যোগাযোগের বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরে তাৎক্ষণিক কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিন দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন ইনসাইটস্ অ্যান্ড আইডিয়াসের সত্ত্বাধিকারী জাহাঙ্গীর কবির।

রিট্রিট অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে নাজনীন সুলতানা তিন দিনব্যাপী ওয়ার্কশপের মূল ফাইন্ডিংস/উপজীব্যসমূহ সবার সামনে তুলে ধরেন এবং নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে রিট্রিট অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্টের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রণীত 'ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট - ২০১৩' এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে গভর্নর ও অন্যান্য অতিথি

বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এ অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী এবং নাজনীন সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী, আহমেদ জামাল, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং সুপারভিশন অ্যাডভাইজার গ্লেন টাস্কিসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি অন্যতম দায়িত্ব আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হচ্ছে এমন একটি কার্যক্রম যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে তার মূল্যায়ন সবার নিকট তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানে ৫৬টি ব্যাংক ও ৩১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন। ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক দেবাশিস্ চক্রবর্ত্তী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় শোক দিবস উদযাপন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত শোক দিবসের আলোচনা সভা ৩১ আগস্ট ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের ২য় সংলগ্নী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিকল্পনা মন্ত্রী আ, হ, ম মুস্তাফা কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্য আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মশিউর রহমান বক্তব্য রাখেন। সভায় আরও আলোচনা করেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম দেলোয়ার হোসাইন, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ডের সভাপতি ও শোক দিবস উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব মোঃ জুলহাস মিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শোক দিবস উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি নেছার আহাম্মদ ভূঁঞা।

চট্টগ্রাম অফিস

বাংলা বানান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের সহযোগিতায় ও প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের আয়োজনে বাংলা বানান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২৮ আগস্ট ২০১৪ চট্টগ্রাম অফিস এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, আগ্রাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রায় দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের প্রায় শতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী বীরেন সোম, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার এবং প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেন অধ্যাপক লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম অফিসের মহাব্যবস্থাপক অশোক কুমার দে।

বানান বিষয়ক প্রশিক্ষণে অধ্যাপক লুৎফর রহমান বক্তব্য রাখছেন

সিলেট অফিস

কৃষি ও এসএমই ঋণ পর্যালোচনা সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের আওতাধীন চারটি জেলার (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ) কৃষি ও এসএমই ঋণ বিষয়ক ত্রৈমাসিক সভা ৩১ আগস্ট ২০১৪ সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যাংকিং প্রধান ও চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন।

এ সভায় সিলেট অঞ্চলের তফসিলি ব্যাংকসমূহের অঞ্চল প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী পরিচালক বক্তব্য রাখছেন

খুলনা অফিস

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফরেন ট্রেড শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর আয়োজনে ২৬ - ২৮ আগস্ট ২০১৪ খুলনা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ফরেন ট্রেড শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে খুলনা অফিস ও বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ৪০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক ও ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মনোজ কান্তি বৈরাগী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক বজলার রহমান মোল্যা। এছাড়াও উদ্বোধনী দিনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, খুলনার মহাব্যবস্থাপক মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং জনতা ব্যাংক লিমিটেড, খুলনার মহাব্যবস্থাপক মোস্তফা জালালউদ্দীন আহমদ।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৯তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, খুলনার আয়োজনে অফিসের কনফারেন্স রুমে ২৭ আগস্ট ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য মিজানুর রহমান মিজান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক ও ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মনোজ কান্তি বৈরাগী। এছাড়াও খুলনা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এস এম জাহিদ হোসেন আমন্ত্রিত অতিথি এবং খুলনা মহানগর শ্রমিক লীগের সভাপতি শেখ আলাউদ্দীন আল আজাদ মিলন মূল বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা মহানগর শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক ও যুগ্মপরিচালক এস এম কবিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন এর সদস্য সচিব ও যুগ্মব্যবস্থাপক (ক্যাশ) মুন্সী ওয়াহিদুজ্জামান ডাবলু।

আলোচনা সভায় অতিথিদের নীরবতা পালন

সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত

বগুড়া অফিসে বদলিপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী এবং খুলনা অফিসের দায়িত্ব গ্রহণকারী পদোন্নতিপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র'র সম্মানে খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর উদ্যোগে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথির ভাষণে মনোজ কান্তি বৈরাগী খুলনা অফিসে তার অবস্থানকালীন দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। পদোন্নতিপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র তার বক্তব্যে অফিসের স্বার্থে সকলকে একতাবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপমহাব্যবস্থাপক এস, এম, হাসান রেজা।

বিদায়ী মহাব্যবস্থাপককে উপহার দিচ্ছেন পদোন্নতিপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক

জাতীয় শোক দিবস পালিত

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড সদরঘাট, সিবিএ ও সদরঘাট অফিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উদ্যোগে সম্প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্মরণে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। একই সাথে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে সদরঘাট অফিসের মসজিদে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

নিবন্ধ

পদ্মা সেতু প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা

মাহবুব এলাহী আক্তার

পদ্মা সেতু প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা, সমালোচনা ও তর্ক বির্তকের ঝড় ওঠায় উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সরল ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ হতে এ বিষয়ে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, পদ্মা সেতু প্রকল্পে সরকারকে বাজারভিত্তিক প্রক্রিয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার যোগান প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা হবে। এক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হবে তা হলো বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান বিবেচনা করে বিনিময় হার স্থিতিশীল রেখে বাজারভিত্তিক প্রক্রিয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান প্রদান, অর্থাৎ বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বেশি থাকলে রিজার্ভ হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা এবং ঘাটতি থাকলে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি করা ; যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অতীতেও বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাজার ভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি ও হ্রাসকল্পে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সময়োপযোগী সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন চলতি হিসাব কি এবং তার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সম্পর্ক কি ? সমষ্টিক অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় চলতি হিসাব হলো বিনিময় ভারসাম্যের দুইটি প্রাথমিক উপাদানের একটি ; অপরটি হচ্ছে মূলধন হিসাব। চলতি হিসাবে একটি দেশের নিট আয় প্রতিফলিত হয়, অন্যদিকে মূলধন হিসেবে একটি দেশের নিট সম্পদে পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়। সাধারণভাবে আমদানি-রপ্তানি ও প্রবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক প্রেরিত অর্থ চলতি হিসাবের অন্তর্ভুক্ত থাকে। চলতি হিসাবে ঘাটতি থাকলে তা পূরণের জন্য সাধারণত উক্ত দেশের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের মুখাপেক্ষী হতে হয়। অপরদিকে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকলে তা দেশটির নিট বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রভাব রাখে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে চলতি হিসাবে ২৬৫ কোটি ২০ লাখ ডলারের উদ্বৃত্ত হয়েছে। আর তার আগের অর্থবছরে একই সময়ে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১১৮ কোটি ডলার। বর্তমান সময়কালে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমে গেলেও চলতি হিসাবের ভারসাম্যে বড় ধরনের উদ্বৃত্ত বজায় থাকায় লেনদেন ভারসাম্যের ওপর চাপ কিছুটা কমেছে। আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বাড়ায় অর্থবছরের প্রথমার্ধে পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি বেশ খানিকটা কমে এসেছে। সামগ্রিকভাবে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে বড় ধরনের উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছে। বাজারের তারল্য বিবেচনায় বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ নিশ্চিত করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব। এরই ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ হতে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে বাজারে নিট বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করা হয়েছিল মাঃ ডঃ ৩৯.৪৮ কোটি। অনুরূপভাবে ২০০৫-০৬, ২০০৭-০৮, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে নিট বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করেছিল যথাক্রমে মাঃ ডঃ ৩৩.৬১ কোটি, মাঃ ডঃ ৫৩.৩ কোটি, মাঃ ডঃ ৯৬.২৫ কোটি ও মাঃ ডঃ ৬১.৯০ কোটি। সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন আমদানি যেমনঃ জ্বালানি তেল, সার প্রভৃতির পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য আমদানির লক্ষ্যে বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকার বিনিময়ে মুদ্রা বাজারে বাজার ভিত্তিক চাহিদা মেটাতে এ বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেয়। উক্ত সময়কালে অর্থাৎ, ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬, ২০০৭-০৮, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল

প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু

যথাক্রমে মাঃ ডঃ ২৯৩ কোটি, মাঃ ডঃ ৩৪৮.৩৮ কোটি, মাঃ ডঃ ৬১৪.৮৮ কোটি, মাঃ ডঃ ১০৯১.১৬ কোটি ও মাঃ ডঃ ১০৩৬.৪৪ কোটি। পক্ষান্তরে, বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ২০০৬-০৭, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ টাকার বিনিময়ে ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে বাজার থেকে উত্তোলন করে যথাক্রমে মাঃ ডঃ ৬৪.৯৫ কোটি, মাঃ ডঃ ১৩৮.৫৭ কোটি, মাঃ ডঃ ২০৯.৯৫ কোটি, মাঃ ডঃ ৪৫৩.৯০ কোটি ও মাঃ ডঃ ৩২৭.৮ কোটি। উক্ত সময়কালে অর্থাৎ, ২০০৬-০৭, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল যথাক্রমে মাঃ ডঃ ৫০৭.৭২ কোটি, মাঃ ডঃ ৭৪৭.০৯ কোটি, মাঃ ডঃ ১০৭৪.৯ কোটি, মাঃ ডঃ ১৫৩১.৫২ কোটি, ও মাঃ ডঃ ১৯০৮.৪৪ কোটি। অর্থাৎ, বাজারের প্রয়োজনে বিনিময়হার স্থিতিশীল রাখার জন্য বাজার ভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ হ্রাস বা বৃদ্ধি মুদ্রানীতির বাস্তবায়নের পথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেহেতু একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান সেহেতু মুদ্রা বাজারে ভারসাম্য রক্ষায় ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা না থাকার বিপরীতে বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাজার হতে মাঃ ডঃ ৭৮১.৭০ কোটি ক্রয় করে। মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এরূপ অবস্থান গ্রহণের কোন বিকল্প নেই।

এবার পদ্মা সেতু প্রকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা ব্যাখ্যা করা যাক। ইতোমধ্যে, পদ্মা সেতু নির্মাণ-সংক্রান্ত ঋণপত্র খোলা ও বিদেশিদের দায়-দেনা পরিশোধ করার জন্য সেতু বিভাগ অগ্রণী ব্যাংকে একটি হিসাব খুলেছে। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মতে, বাজেটে পদ্মা সেতুর জন্য সেতু বিভাগের নামে অর্থ (টাকা) বরাদ্দ থাকবে। অগ্রণী ব্যাংকে খোলা হিসাবের মাধ্যমে ঐ টাকা দিয়ে নিজস্ব উৎস/ তার নিজের কাছে সংগৃহীত ডলার বা বাজার থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের মাধ্যমে বিদেশি বিল পরিশোধ এবং সেতুর যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলা হবে। অগ্রণী ব্যাংক প্রথমে সেতু বিভাগের দেয়া টাকায় অন্যান্য ব্যাংক থেকে ডলার কিনবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাংক যাতে অগ্রণী ব্যাংকের কাছে ডলার বিক্রি করে, সে জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তারপরও অগ্রণী ব্যাংক তার চাহিদা অনুযায়ী বাজার থেকে ডলার কিনতে না পারলে সে ঘাটতি মেটাতে টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক তার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে সেই পরিমাণ ডলার বিক্রি করবে।

ইতিপূর্বে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যে প্রক্রিয়ায় জ্বালানি তেল, সার ও গম আমদানির ক্ষেত্রে এলসি খোলার জন্য বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান করেছে, সেভাবেই এই সেতু নির্মাণে অর্থের যোগান দেয়া হবে। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বাজার সরবরাহের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্পের জন্য অর্থ সংস্থান করা আপাত দৃষ্টিতে কোন জটিল প্রক্রিয়া বলে গণ্য করার অবকাশ নেই। উক্ত প্রকল্পের সিংহভাগ অর্থই মুদ্রা বাজারের উদ্বৃত্ত বৈদেশিক মুদ্রা হতে সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে বিধায় এ প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হতে কোন মুদ্রা সরবরাহের প্রয়োজন নাও হতে পারে। যদিওবা কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত প্রকল্পের জন্য টাকার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের প্রয়োজন হয় তা হবে অতি নগণ্য এবং ইতিপূর্বে বিভিন্ন বছরে বাজার সরবরাহের পরিসংখ্যানের তুলনায় অগ্রাহ্যকর।

■ *লেখক পরিচিতি : এডি, এফআরটিএমডি, প্র. কা.*

টাকা জাদুঘরে কয়েন ক্যাফে চালু

বাংলাদেশ ব্যাংকের মিরপুরস্থ টাকা জাদুঘরের দর্শনার্থীদের জন্য চালু করা হয়েছে একটি কয়েন ক্যাফে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ এক অনাড়ম্বর

কয়েন ক্যাফের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বক্তব্য রাখছেন

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কয়েন ক্যাফেটি উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

রাজধানী ও দেশের নানা প্রান্ত থেকে টাকা জাদুঘরে ঘুরতে আসা দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে এই ক্যাফেটেরিয়াটি চালু করা হয়। দর্শনার্থীরা জাদুঘর দেখতে এসে ক্লান্ত হয়ে এই ক্যাফেটেরিয়াতে বিশ্রামের পাশাপাশি নাশতা করতে পারবে এমন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এটি চালু করা হয়েছে।

ক্যাফেটেরিয়া উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. আতিউর রহমান বলেন, ট্রেনিং একাডেমীতে যারা প্রশিক্ষণের জন্য আসেন তাদেরকেও মানসম্মত খাবারের জন্য দূরে যেতে হতো। এসব বিবেচনা করেই বাংলাদেশ ব্যাংক এখানে একটি ক্যাফেটেরিয়া স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক দাশগুপ্ত অসীম কুমারসহ অন্যান্যরা। সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা।

অনুষ্ঠানে চারজন শৌখিন মুদ্রা সংগ্রহকারী টাকা জাদুঘরের জন্য কিছু উপহার সামগ্রী গভর্নর ড. আতিউর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন।

গ্রন্থাগারে ভাষাভিত্তিক নতুন বই

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নারে বিভিন্ন ভাষার বইসহ আইএলটিএস, টোফেল ও জিম্যাট-এর বিভিন্ন বই সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে :

জার্মান ভাষার বই : Studio D A1, A2 & A3 ও Collins German Dictionary, ফ্রেঞ্চ ভাষার বই : Concise Oxford Hachette French Dictionary, কোরিয়ান ভাষার বই : Learn to Speak and Write Korean, জাপানিজ ভাষার বই : Learn to Speak and Write Japaneese, রাশিয়ান ভাষার বই : Learn to Speak and Write Russian ও Learn Russian through English, আইএলটিএসের বই : Cambridge Practice Tests for IELTS 1 to 9, McGraw Hill's IELTS, Mentors Support for IELTS ও Mentors Video based IELTS Speaking, জিম্যাটের বই : GMAT Review 13 Edition ও Cracking the GMAT 2014, টোফেলের বই : TOEFL CBT, জিআরইয়ের বই : Kaplan GRE Premier 2014, সাইফুর'স এর বই : Saifurs Student Vocabulary, Saifurs Critical Reasononig, Saifurs MBM Admission Test Guide, Saifurs IBA MBA Admission Test Paper, Saifurs Viva Question Bank, Saifurs Newest Grammer, Saifurs Listening & Speaking, Saifurs Analytical Puzzle, Saifurs Practical Phonetics, Saifurs Analogy ও Saifurs Reading, অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে Mentors MBA ও A Passage to the English Language.

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন ও সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশের আয়োজনে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে ঝুঁকি নিরূপণ শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এম এইচ সালাহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর প্রধান আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর উপপ্রধান ম. মাহফুজুর রহমান এবং সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত উপ মহাপরিদর্শক মোঃ শাহ আলম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, সভায় দুর্নীতি দমন কমিশন, বিএফআইইউ ও সিআইডি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, টিআইবি বাংলাদেশ, স্টক ব্রোকার/মেম্বার, মানি চেঞ্জার-মানি রেমিটার, সিকিউরিটি মার্কেট ইন্টারমিডিয়ারিজ, এনজিও/এনপিও, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, ঢাকা ট্যাক্সেস বার অ্যাসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান

মতবিনিময় সভায় ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান বলেন, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রাইভেট সেক্টর স্টেক হোল্ডারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা ও বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার পূরণে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নে জাতীয় ঝুঁকি নিরূপণ সরকারের উদ্যোগগুলোকে আরও বেগবান করবে।

নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান বলেন, সকলের মতামত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ে বাংলাদেশের ঝুঁকি নিরূপণ ও তা নিরসনে পরবর্তী কৌশলপত্র প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে।

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানাসহ সম্মাননাপ্রাপ্ত ১০ জন নারী ও অতিথিবৃন্দ

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা

অনন্যা শীর্ষদশ পুরস্কার পেলেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানাসহ ১০ জন আলোকিত নারীকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য অনন্যা শীর্ষদশ সম্মাননা ২০১৩ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম মহিলা ডেপুটি গভর্নর হিসেবে তাঁকে ২৭ আগস্ট ২০১৪ রাজধানীর একটি স্থানীয় হোটেলে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাক্ষিক অনন্যার সম্পাদক ও দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসমিমা হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নাজনীন সুলতানাকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন বিশিষ্ট নারী উদ্যোক্তা লায়লা কবির। এই সম্মাননা প্রাপ্তির অনুভূতি প্রসঙ্গে নাজনীন সুলতানা বলেন, অনন্যার এ সম্মাননা পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত।

অনন্যা শীর্ষদশ পুরস্কারের ক্রেস্ট হাতে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা

নাজনীন সুলতানা ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী নির্বাহী পরিচালক এবং ২০১২ সালে প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর। মধ্যবিত্ত, উদার, মানবতাবাদী, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিবারে তিনি বড় হয়েছেন। ঢাকার মতিঝিল গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। বকশীবাজারে গভর্নমেন্ট ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায় আসেন। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিশেষে যোগ দেন মহিলা পরিষদে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঢাকায় থেকে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, ওষুধ-পথ্য সংগ্রহ, অর্থ, খবরাখবর সংগ্রহ, যোগাযোগ রক্ষা, আর্থিক ও অন্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করেন। সে সময়ের অভিজ্ঞতা আর ঘটনাবলী তিনি একটি ডায়েরিতে নিয়মিত লিখে রাখতেন। পরবর্তীতে এই ডায়েরিই 'একাত্তরের ডায়েরি' হিসেবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি ও তাঁর তিনজন সহকর্মী 'মাধ্যমিক কমপিউটার বিজ্ঞান' বইটি লেখেন, যা ১৯৯২ সালে এসএসসি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই হিসেবে নির্বাচিত হয়। একাত্তরের ডায়েরিতে তিনি ২৫ মার্চ থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধদিনের অনিশ্চিত জীবনের অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতার অনুভূতি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ডায়েরি লেখার সময় তাঁর মনে হয়েছিল দেশ একদিন স্বাধীন হবেই, কিন্তু সেদিন হয়তো আমরা বেঁচে থাকব না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরুণরা এ ডায়েরি থেকে জানতে পারবে একাত্তরের দিনগুলোর কথা। ১৭ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীনের ২য় দিন তিনি ডায়েরির পাতায় এ দিনটিকে এভাবেই তুলে ধরেছেন- 'কিছুতেই বিশ্বাস হয় না আমরা আজ শত্রুমুক্ত, আমরা স্বাধীন....ধীরে ধীরে সূর্য উঠছে। স্বাধীন বাংলায় সূর্যটা যেন নতুন শপথ নিয়ে বাংলাদেশে দেখা দিল। আব্বা ছাদে উঠে স্বাধীন বাংলার পতাকা ওড়ালেন।'

মুক্তিযুদ্ধের সাথে সরাসরি জড়িত এ সাহসী নারী নিঃসন্দেহে বর্তমান নারী সমাজের অন্যতম অগ্রদূত। ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা মনে করেন বর্তমানে নারীরা আগের তুলনায় চাকরিতে বেশি যোগদান করলেও প্রতিকূলতার কারণে অনেক সময়ই চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে সমাজের সকলের সহায়তা প্রয়োজন। সমাজ পাশে থাকলে অনেক নারীই রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উল্লেখ্য ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২০০ জন নারীকে অনন্যা শীর্ষ দশ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। এবারের সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে অন্যরা হলেন ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী (জাতীয় সংসদের প্রথম নারী স্পিকার), রমা চৌধুরী (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখিকা), সাদেকা হাসান সেঁজুতি (ই-কমার্স উদ্যোক্তা), মাচিং নু মারমা (কৃষি উদ্যোক্তা), তসলিমা আখতার (আলোকচিত্রী), রোজিনা ইসলাম (সাংবাদিক), ক্যাপ্টেন জান্নাতুল ফেরদৌস (প্রথম নারী ছত্রিসেনা), মায়মুনা এন. আহমেদ (শিক্ষাবিদ ও উদ্যোক্তা) এবং তৈয়বা বেগম লিপি (চিত্রশিল্পী)।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

হাওরবাসীদের পাশে গভর্নর

মাহফুজুর রহমান

আমরা যখন কুলিয়ারচর গিয়ে লঞ্চে চড়লাম তখন সকাল ১১টা। সারেংয়ের ঘরের সামনে সুন্দর শামিয়ানা টানিয়ে কড়া সূর্যকিরণ থেকে যাত্রীদের রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রীদের তালিকা উজ্জ্বল করে বসে আছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় যে সমস্ত নাগরিক এখনও সমান তালে এগুতে পারছেন না তাদেরকে খোঁজার জন্যেই তিনি যাচ্ছেন বিস্তীর্ণ জলরাশি বেষ্টিত তিনটি উপজেলায়। এগুলো হচ্ছে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম, মিঠামইন ও ইটনা। গভর্নরের সহযাত্রী হিসেবে আছেন সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রদীপ কুমার দত্ত, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুস সালাম, ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ. কে. এম. শফিকুর রহমান, এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হায়দার আলী মিয়া এবং দি সিটি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মাশরুর আরেফিন। তাছাড়াও আছেন বেশ ক'জন তরুণ ও প্রতিভাবান সাংবাদিক। এদের মধ্যে চ্যানেল আইয়ের রিজভী, টুয়েন্টি ফোরের বাবু, ৭১-এর কাবেরী, যমুনার সিন্ধু, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সিদ্দিক, অর্থনীতি প্রতিদিনের মৌসুমী, মানবকণ্ঠের মৃত্তিকা রয়েছেন। আবার বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আমি ছাড়াও মহিউদ্দিন, সুমন ও হাসান, কৃষি ব্যাংক হতে জালাল, এমদাদ, হযরত আলী এবং আরও অনেকে আছেন। বহরে মোট যাত্রীর সংখ্যা ২৭ জন।

লঞ্চ চলছে অষ্টগ্রামের উদ্দেশে। চারদিকে অনেক ছোট ছোট নৌকা, কোন কোনটির আছে রঙিন পাল। কোন কোন নৌকার আরোহী জাল ফেলে হাওর থেকে মাছ ধরছেন। আবার কেউবা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছেন অজানার আহ্বানে। আকাশে বেশ কিছু পাখি ডানা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের লঞ্চ কখনো কখনো একটুখানি জমি নিয়ে ভেসে থাকা বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দেখেই বুঝা যায়, এসব বাড়ির বাসিন্দারা হতদরিদ্র। ভাঙ্গা কুঁড়েঘর আর কুঁজো হয়ে আসা শরীর দেখেই অনুভব করা যায়, এসব মানুষগুলো কতটা অভাবের বোঝা বহন করে বেড়াচ্ছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের বাইশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্তূপ এদের জীবনে কোন পরিবর্তন আনেনি, আশার সংবাদও দেয়নি। একদিকে হাওরের বিস্তীর্ণ জলরাশির অফুরন্ত সৌন্দর্য, অন্যদিকে এসব হাড্ডিসার মানুষের অপ্রাপ্তির বেদনা আর হাহাকার। মানবিক গুণসম্পন্ন গভর্নর এদের কথা ভেবে ভেবে কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। সৌন্দর্যের হাতছানি তাঁর চোখের সামনে এসে যেন বারবার ব্যঙ্গ করছিল। এক পর্যায়ে তিনি দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন- এদের জন্যে কিছু করতেই হবে।

দুপুর দেড়টায় আমরা অষ্টগ্রাম পৌঁছলাম। লঞ্চ ঘাটে এসে আমাদেরকে বরণ করে নিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুযোগ্য পুত্র রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক এমপি। এসময় ঘাটে উপজেলা চেয়ারম্যান শহিদুল হক জেমস, স্থানীয় ব্যাংসমূহের কর্মকর্তাগণসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

দুপুরের আহার ও কিছুটা সময় বিশ্রামের পর আমরা অপেক্ষারত মানুষের সাথে মত বিনিময় করতে গেলাম। বাংলাদেশের টাকায় যিনি স্বাক্ষর করেন, সেই মানুষটি এখন হাওরবাসীর চোখের সামনে। এ যেন তাদের কাছে একেবারেই অবিশ্বাস্য একটি অধ্যায়। সামনে বসে অনেকেই অপলক নয়নে চেয়ে দেখছেন গভর্নরকে। দু'চারজন তাদের প্রাণের কথাগুলো জানালেন, দু'চারটি কাজের জন্যে দাবিও উত্থাপন করলেন। গভর্নরের আবেগমাখা কথাগুলো শুনতে শুনতে অনেকের চোখে পানি এসে গেল। তিনি বললেন- আমি যা বলি, আমি তা করি। আমি আপনাদের জন্যে কিছু করতে চাই। আপনারা উদ্যোগ নিন, টাকার জন্যে কোন প্রকল্প আটকে থাকবে না।

সন্ধ্যার পর আমরা রওনা হলাম মিঠামইনের দিকে। দেড় ঘণ্টার রাস্তা। অন্ধকারে ঘণ্টা তিনেক চলার পর জানা গেল যে আমরা ভুল পথে এগিয়েছি। একথা তীরের লোকজনকে জানানো হলো। তারা তীরে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো নাড়িয়ে সিগন্যাল দিলেন। আবার ন্যাশনাল ব্যাংকের শফিক ভাই কম্পাস বের করে উত্তর-দক্ষিণ বলে দিলেন। গভর্নর তখন হাওরের উন্নয়নের জন্যে কী করা যায় এসব বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে গভীর আলোচনায় মত্ত। আলোচনায় অনেকেই তাঁর সফলতার কথাগুলো তুলে আনলেন। গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবিরাম পথচলার গল্প বললেন। কিন্তু হাওরবাসীর জীবনের উদাহরণ টেনে গভর্নর আবারো তাঁর আন্তরিক হতাশা ব্যক্ত করলেন। তিনি জানালেন যে, যতদিন সবার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না আসবে ততদিন তৃপ্তির ঢেকুর তোলার কোন সুযোগ নেই। পূব আকাশে তখন মেঘের আড়াল ভেদ করে লালচে মৃদু আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে কিছুটা দেরিতে হলেও মাথা উঁচু করা চাঁদ। এ যেন অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া পথহারা নাবিকের জন্যে নতুন পথের হাতছানি, ঠিক অনেকটা আশাহীন হাওরবাসীর মনের দিগন্তে নতুন ঝিলিক সৃষ্টি করা গভর্নরের বক্তব্যের মতো।

এই বিষয়ভিত্তিক নিবিড় আলোচনায় ডুবে থাকার জন্যে তিনি টেরই পেলেন না যে আমরা পথ হারিয়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম। রাত এগারোটার দিকে লঞ্চ এসে ভিড়লো মিঠামইন। স্থানীয় এমপি তৌফিক

দ্রুতগামী নৌকায় চড়ে আগেই এখানে পৌঁছে গেছেন। তিনি এবং মুক্তিযোদ্ধা আবদুল হক কলেজের অধ্যক্ষ নুরু ভাইসহ অনেকেই আমাদেরকে বরণ করে নিলেন। এসময় স্থানীয় জনগণ এসে বললেন যে, আমাদেরকে বরণ করার জন্যে কলেজ মাঠে স্থানীয় কিছু শিল্পী গানের ডালি সাজিয়ে অপেক্ষা করছেন। হাওর এলাকায় এ সময়টা হচ্ছে গানবাজনার সময়। চারদিক পানিতে থৈ থৈ করছে। এখন চাষবাস করার কোন উপায় নেই। তাই তাদের সময় কাটে গানবাজনা করে। এলাকাবাসীর অনুরোধে আমাদেরকে কলেজ মাঠে যেতে হলো। সেখানে কবিগান, জারিগান, সারিগান, মারফতি গানের এক বিপুল সমাহার দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এ রকম একটা নিভৃত জলবেষ্টিত এলাকায় মানুষ কী করে এত সুন্দর করে গান বানায় আর গান গায়। পানিবন্দী মানুষের মাঝে আজ যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। তাই তো একজন বয়াতি নেচে নেচে গাইলেন- গভর্নর সাব আইলোরে আমরার মিটামইন, সবাই আমরা চাইয়া রইছি, তাইনে কিবা কথা কইন ! ঘণ্টাখানেক পরে আমরা চলে এলেও গানের আসর চললো রাত চারটা পর্যন্ত। দূর থেকে মাইকে আমরা এসব মধুকণ্ঠী গায়কদের গান শুনছিলাম।

সকালে আমরা তমিজা খাতুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় মাঠে এলাকার কৃষক ও জেলেসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের সাথে মত বিনিময় করতে গেলাম। বিভিন্ন পেশার মানুষ এখানে এসেছেন গভর্নরকে এক নজর দেখার জন্যে। আর তার চারপাশে স্কুল ড্রেস পরা ফুটফুটে মেয়েগুলো উঁকি দিচ্ছে সভাস্থলের দিকে। এ বিদ্যালয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতির মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানেও আবেগমাখা কণ্ঠে বক্তব্য রাখলেন গ্রিন গভর্নর।

দুপুর বারোটার দিকে আমাদের লঞ্চ আবার যাত্রা শুরু করলো হাওর এলাকার আর একটি উপজেলা ইটনার দিকে। স্থানীয় জনগণের সাথে এখানে এমপি তৌফিক এবং জেলা পরিষদের প্রশাসক জিল্লু ভাইও ছিলেন। ডাক বাংলোর কাছেই একটা হাঁসের খামার। এর মালিক আবদুর রহমান। তার ফার্মে সতেরশ' হাঁস আছে। এগুলোর লালন পালন তিনি একাই করেন। নিজ হাতে হাঁসগুলোকে খাবার দেন। আর রাতের বেলা এসব হাঁস পাহারা দেয় আবদুর রহমানের বিশ্বস্ত কুকুর। গভর্নর ডাক বাংলোর একটি রুমে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কিন্তু আবদুর রহমানের কথা শুনে তিনি দৌড়ে চলে এলেন তার কাছে। ভেজা এবং কাদামাখা শরীর নিয়ে আবদুর রহমান উঠে এলেন গভর্নরের ডাক শুনে। রহমানকে জড়িয়ে ধরে গভর্নর বললেন- আপনাদের মতো মানুষদের জন্যে বাংলাদেশটা এখনো বেঁচে আছে। ঋণের প্রয়োজন হলে ব্যাংকে যেতে পরামর্শ দিলেন তিনি। আবার ব্যাংক যদি ঋণ দেবার বিষয়ে কোন গড়িমসি করে তাহলে সরাসরি তাঁকে ফোন করে জানাতেও অনুরোধ করলেন গভর্নর। এরই মধ্যে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের এমডিকে এই হাঁসের ফার্মটিকে ঋণ দেবার পরামর্শ দেন। কিছুক্ষণ পর মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের এমডি ঐ ফার্ম ছাড়াও আরেকটি হাঁসের ফার্মের জন্য পর্যাপ্ত ঋণের ঘোষণা দিলেন।

তিনটি উপজেলার মত বিনিময় সভায় ব্যবসায়ীদের চাহিদা পূরণকল্পে তিনটি প্রাইভেট ব্যাংকের শাখা খোলার ব্যাপারেও গভর্নর প্রতিশ্রুতি দিলেন। এক্ষেত্রে অষ্টগ্রামে সিটি ব্যাংক, মিঠামইনে এক্সিম ব্যাংক ও ইটনায় ন্যাশনাল ব্যাংকের শাখা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ ঘোষণা করলেন। পর্যটন শিল্প উন্নয়নের জন্যে ব্যাংক ঋণ, কৃষি ও এসএমই ঋণ, মশলা চাষ ঋণ, মৎস্য ঋণসহ সকল ধরনের ঋণ গ্রহণ সহজসাধ্য করার জন্যে ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদান করলেন গভর্নর। আলোচ্য তিনটি উপজেলার স্কুলগুলোতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্যে ২১ লক্ষ টাকা এবং অনুদান হিসেবে আরো ১০ লক্ষ টাকা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছেন এক্সিম ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশন হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দিলেন তিনি। বেসরকারি এবি ব্যাংক লিমিটেডের পক্ষে এই তিনটি উপজেলার সকল স্কুল ও কলেজে কম্পিউটার প্রদানের ঘোষণা দেয়া হলো। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকেও এ এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য গভর্নর বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দিলেন।

দু'দিনের এই ভ্রমণ সমাপনান্তে কিশোরগঞ্জের চামড়া বন্দরের উদ্দেশে আঁকাবাঁকা নৌপথ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে লঞ্চটি। আমরা এখন ঢাকা ফিরব। আমাদের সবার চোখে যেন নতুন একটি স্বপ্ন যোগ হয়েছে- হাওরবাসীর জন্যে ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করতে হবে। নতুন দিনের আলোকিত ভুবনে নিয়ে যেতে হবে হাওরের এসব ক্লান্ত পথিকদের। তাহলেই আমাদের 'মধ্য আয়ের দেশে' পৌঁছে যাবার আনন্দ পরিপূর্ণ হবে। তাহলেই পুরোটা দেশে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে। হাওর এলাকার মতো কোথাও সভ্যতার অভিশাপ 'দারিদ্র্যের পকেট' থাকবে না। এভাবেই আমরা আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশকে কষ্টার্জিত স্বাধীনতার আলোতে উদ্ভাসিত করতে চাই।

■ *লেখক পরিচিতি: নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক*

ব্লু ইকোনমি
সমৃদ্ধির নীল দিগন্ত

মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ

ব্লু ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতি একবিংশ শতাব্দীর এক নতুন অর্থনৈতিক মডেল যার মূল লক্ষ্য হলো- পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন। বিংশ শতাব্দীর গ্রিন ইকোনমি মডেল বা সবুজ অর্থনীতি মডেলের পরবর্তী ধাপ তথা সম্প্রসারণই ব্লু ইকোনমি নামে পরিচিত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্লু ইকোনমি মডেল একটি কার্যকর বিকল্প হিসেবে ইতোমধ্যেই পৃথিবী জুড়ে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে।

ব্লু ইকোনমির সূচনা পর্ব

ভবিষ্যতের অর্থনীতির রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে অধ্যাপক গুন্টার পাউলি সর্বপ্রথম ১৯৯৪ সালে একটি টেকসই, পরিবেশবান্ধব মডেল হিসেবে ব্লু ইকোনমির ধারণা প্রদান করেন। বিগত দুই দশকে ক্রমাগত নানা পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ব্লু ইকোনমি আজ একটি প্রতিষ্ঠিত ধারণা। ২০১০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ *The Blue Economy: 10 years- 100 innovations- 100 million jobs* এর ১৪টি অধ্যায়ে অধ্যাপক গুন্টার পাউলি এই নতুন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। বিশ্বজুড়ে নতুন উদ্যোক্তারা এই মডেল অনুসরণ করে শতাধিক লাভজনক ব্যবসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন এবং সাফল্যের সাথে সেসব ব্যবসা পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

ব্লু ইকোনমির মূল দর্শন

প্রচলিত ব্যবসা পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিনিয়ত সস্তা শ্রম অনুসন্ধান ও নিয়মিত বিরতিতে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ফলে বেকারত্বে জর্জরিত এবং নিম্ন ক্রয়ক্ষমতার জালে আবদ্ধ এক শ্রমিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। বিপুল সংখ্যক ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে দেশীয় অর্থনীতিতে অর্থ প্রবাহ ভাটার মুখে পড়ে যার ফলে অর্থনীতির ক্রম সংকোচন ঘটে থাকে। এই চক্রে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বের বেশকিছু বড় অর্থনীতি মন্দাক্রান্ত হয়েছে। ব্লু ইকোনমির মূল দর্শন হলো এই চক্র ভেঙ্গে নতুন অর্থের যোগানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করা।

একটি পণ্যের উৎপাদনের ফলে যে উচ্ছিষ্ট তৈরি হয় সেটাকে নতুন আরেকটি পণ্য উৎপাদনের কাঁচামালরূপে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনের বহুমুখীকরণ এবং মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ব্লু ইকোনমির মূল লক্ষ্য। উদাহরণস্বরূপ, একটি কফি উৎপাদন কারখানায় মূলত কফি উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে মুনাফা তৈরি হয়। কফি উৎপাদনের পর ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্ট মাশরুম চাষের চমৎকার উৎস হতে পারে। পুষ্টিকর মাশরুম উৎপাদনের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। এভাবে পূর্বে যা ছিল শুধু কফি উৎপাদনের কারখানা, তা ক্রমে রূপান্তরিত হবে কফি-মাশরুম-পশুখাদ্য উৎপাদনের এক সমন্বিত কারখানায়। এই সমন্বয়ের ফলে বাড়বে কর্মসংস্থান, বাড়বে মুনাফা। আর এই বাড়তি অর্থ দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয়ে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে।

উৎপাদন-মূল্য সাশ্রয়ে ব্লু ইকোনমি মডেল

ব্লু ইকোনমির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর স্থানীয় প্রভাব। এই মডেলের মাধ্যমে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফলে পণ্যের পরিবহন খরচ সাশ্রয় হয়। বিশ্বব্যাপী খাদ্যের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার ওপর পরিচালিত এক জরিপের তথ্য অনুসারে সুপার মার্কেটগুলোতে বিক্রিত খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন খরচের ওপর যে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজিত হয় তার প্রায় শতকরা ৯০ শতাংশ হলো পরিবহন খরচ। পরিবহন ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে তাই খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

সমুদ্র সম্পদ ঃ ব্লু ইকোনমির নতুন সম্ভাবনার দ্বার

সম্প্রতি মায়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্র সীমা বিষয়ক দুটি পৃথক মামলার রায়ে বঙ্গোপসাগরে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সবধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিজয়ের ফলে খুলে গিয়েছে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনার এক নতুন দুয়ার।

বিশ্বব্যাপী নানা বিচিত্র সম্পদের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার সমুদ্র। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, সাগরের প্রতিবেশ ব্যবস্থা থেকে মানবসভ্যতা বছরে ৩৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ সুবিধা ভোগ করে থাকে। পৃথিবীর দেশগুলোর মোট জিডিপিতে সাগর-মহাসাগরের অবদান বার্ষিক প্রায় ৭০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। পৃথিবীজুড়ে আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনের প্রায় ৯০ ভাগ পরিচালিত হয় সমুদ্র পথে। আমাদের সমুদ্র বন্দরগুলোর ক্রম উন্নয়ন এবং নতুন গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের মাধ্যমে এই বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আমরাও বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এবং মোটা অংকের রাজস্ব অর্জন করতে পারি।

শুধু বাণিজ্য নয়, প্রাণিজ এবং খনিজ সম্পদের এক বিপুল ভাণ্ডার সমুদ্র। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার তথ্য মতে বিশ্বের প্রায় ১৭ শতাংশ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে সাগর-মহাসাগরের বিভিন্ন জলজ প্রাণী। এর পাশাপাশি সমুদ্রে নানা পুষ্টিকর লতা-গুল্ম এবং শৈবালের চাষ করা হয়ে থাকে যা পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে এবং ঔষধসহ বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বিশ্বব্যাপী বহুল ব্যবহৃত। আমাদের খাবার লবণের সিংহভাগ (বছরে প্রায় ২০০ মিলিয়ন টন) উৎপাদিত হয় সমুদ্রের পানিকে

'শুধু বাণিজ্য নয়, প্রাণিজ এবং খনিজ সম্পদের এক বিপুল ভাণ্ডার সমুদ্র'

প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে।

সাগরতলের খনিতে প্রাপ্ত তেল ও গ্যাস সমুদ্রবক্ষে প্রাপ্ত খনিজসমূহের মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও সমুদ্রের বালু ও নুড়ি থেকে পাওয়া যায় ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, লোহা, কোবাল্ট, জিপসামের মত মূল্যবান খনিজ পদার্থ।

সমুদ্র পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা

সাগর-মহাসাগর ভিত্তিক পর্যটন ব্যবস্থা বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম লাভজনক খাত। নয়নাভিরাম সমুদ্র সৈকত, আকর্ষণীয় দ্বীপ এবং বিলাসবহুল প্রমোদ তরীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই ব্যবস্থায় আমাদের অংশগ্রহণের রয়েছে অবারিত সুযোগ। বিশ্বব্যাপী প্রায় ২০০ মিলিয়ন মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের জন্য পর্যটন খাতের ওপর নির্ভরশীল। শুধু প্রবাল দ্বীপ ভিত্তিক পর্যটন ও বিনোদন খাত থেকে পৃথিবীজুড়ে বার্ষিক প্রায় ৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ আয় আসে। বিশ্বের ৩৮ শতাংশ দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত পর্যটন শিল্প। এছাড়াও বিশ্বের ৮৩ ভাগ দেশে পর্যটন শিল্প প্রধান ৫টি বৃহত্তম অর্থনৈতিক খাতের মধ্যে অন্যতম। মালদ্বীপ, ফিজি এবং মরিশাসের মতো ছোট রাষ্ট্রগুলোর মোট জিডিপির ২০-২২ ভাগ আসে সাগরভিত্তিক পর্যটন খাত থেকে। পর্যটনের এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে অর্থনীতির বিশ্লেষকরা অনুমান করেছেন আগামী এক দশকের মধ্যে পর্যটন খাত হয়ে উঠবে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী অর্থনৈতিক খাত এবং বিশ্ব পর্যটনে আয়ের সিংহভাগ আসবে সাগরভিত্তিক পর্যটন থেকে।

নৌযান নির্মাণ ও নৌ-পরিবহন

নৌযান নির্মাণ শিল্প আজ বিশ্বজুড়ে বিলিয়ন ডলারের শিল্প। ঐতিহাসিকভাবে এ শিল্পে আমাদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৫ থেকে ১৭ শতকে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণে ভারতীয় উপমহাদেশের সুনাম ছিল। মুন্সিগঞ্জের মীরকাদিম বন্দর ছিল নাবিকদের নিকট বহুলপরিচিত। নৌযাত্রার এবং নৌযান নির্মাণের সেই পুরনো ঐতিহ্য আবার ফিরে এসেছে আমাদের দেশে। বর্তমানে দেশে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ ও রপ্তানি হচ্ছে। ইউরোপের বেশকিছু দেশ তাদের জাহাজ নির্মাণের জন্যে বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে।

প্রতিবছর বিদেশি জাহাজে পণ্য পরিবহনের জন্য আমাদের প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়। একটি স্থানীয় জরিপের তথ্য অনুসারে প্রতিবছর প্রায় ২৬০০ বিদেশি জাহাজ বাংলাদেশে আসে। কিন্তু আমাদের নিজস্ব জাহাজের সংখ্যা মাত্র ৬৯টি। দেশীয় জাহাজ বহর সমৃদ্ধ করে নিজেদের জাহাজে পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে এক দিকে যেমন বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে তেমনি কোস্টাল শিপিং চালু করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখাও সম্ভব হবে।

শিক্ষা ও গবেষণা

সমুদ্র সম্পদের এই নানামুখী সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এবং ভবিষ্যতে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সম্প্রতি ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়েছে যেখানে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা হবে। এছাড়াও কক্সবাজার জেলার রামুতে প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট তৈরি করা হচ্ছে। সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ এই প্রতিষ্ঠান কার্যকর গবেষণার মাধ্যমে দেশের সমুদ্রসম্পদ ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলের আশাবাদ।

শেষের কথা

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বিশ্বের সব দেশেই পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের সপক্ষে জনমত গড়ে উঠছে। ব্লু ইকোনমি মডেল এ ক্ষেত্রে রাখতে পারে যুগান্তকারী অবদান। এই মডেল এক দিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখবে তেমনি নতুন নতুন ব্যবসার কৌশল উদ্ভাবনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদান করবে। আর এর মাধ্যমেই আমরা এগিয়ে যাব এক দূষণমুক্ত সমৃদ্ধ পৃথিবীর দিকে।

■ *লেখক: এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

অবসর

যাঁরা অবসরে গেলেন...

দেবপ্রসাদ দেবনাথ

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২২/৬/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি :
২০/৮/২০১৪
বিভাগ: বিএফআইইউ

মোঃ খালেদ সাইফুল্লাহ্

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৩/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
২৮/৮/২০১৪
বিভাগ: এইচআরডি-১

মোঃ জাহাংগীর হোসেন-২

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৫/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
৮/৯/২০১৪
মতিঝিল অফিস

আবুল মুনসুর আহমেদ

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১/১১/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/৮/২০১৪
বিভাগ: গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট

এ, কে, এম আমিনুল হক

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৮/৪/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
৭/৯/২০১৪
বিভাগ: ডিসিএম

মোঃ মুজিবুর রহমান-৬

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৩১/১০/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
১৪/৮/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ মহসীন-২

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৯/১০/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/৮/২০১৪
বিভাগ: সিএসডি-২

কাজী আমিনুর রশীদ

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৯/৮/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
৫/৫/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ আব্দুল হালিম মিঞা

(উপপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৮/১/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি :
১৭/৬/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১১/৭/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
২/৭/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-২

গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৪/৬/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি :
১৬/৭/২০১৪
বিভাগ: ডিবিআই-২

মোঃ মোজাম্মেল হক-২

(উপপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
৭/১০/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি :
৫/৭/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ হাবিব উল্লাহ

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৪/১১/১৯৭৫
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৭/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ রফিকুল ইসলাম-২

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৮/৮/১৯৭৩
অবসর উত্তর ছুটি :
২/৬/২০১৪
মতিঝিল অফিস

সুমতি রানী দাস

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৭/৫/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি :
২৬/৭/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ সহিদুজ্জামান

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২০/৯/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৮/২০১৪
বিভাগ : ডিওএস

সাঈদা বেগম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১১/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
২৮/৮/২০১৪
বিভাগ: এফইপিডি

জাহিদুল ইসলাম

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৭/১০/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৭/২০১৪
মতিঝিল অফিস

২০১৪ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

শেখ তারিকুল ইসলাম ওমর
ঢাকা সিটি কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ইসমত আরা
পিতা: মোঃ আবুল হোসেন
(এডি, মতিঝিল অফিস)

সাব্বির আহমেদ
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: লায়লা আক্তার
পিতা: মোঃ আবদুস ছালাম
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

মুন্সী রায়হান শরীফ
ঢাকা কমার্স কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ রেহেনা বেগম
পিতা: মোঃ আবদুচ ছাত্তার মুন্সী
(ডিএম, পিআরএল)

জান্নাতুল ফেরদাউস
সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মাহবুব আরা
পিতা: মোঃ আব্দুস শুকুর খান
(ডিডি, এফইওডি, প্র.কা.)

মাশরুর আল ইয়াসিন (সিয়াম)
ঢাকা সিটি কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাছিমা খাতুন
(ডিডি, কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, প্র.কা.)
পিতা: মোল্লা মতিয়ার রহমান

তানভীর মাহতাব মজুমদার
ঢাকা সিটি কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মনোয়ারা মজুমদার
পিতা: মোঃ আবদুর রহমান মজুমদার
(ডিজিএম, পিআরএল)

সুস্মিতা দেবনাথ (স্বর্ণা)
ঢাকা সিটি কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: করুনা দেবনাথ
পিতা: তপন কুমার দেবনাথ
(অফিসার, মতিঝিল অফিস)

তাসমিমা মোহসীন ঈশা
ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাঃ রেশমা খানম
পিতা: এসএম মোহসীন হোসেন
(জেডি, এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র.কা.)

মেহনাজ মোসতাফী অরনি
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সাবিনা মোস্তফা
পিতা: মোঃ গোলাম মোস্তফা
(ডিজিএম, ময়মনসিংহ অফিস)

মৌমিতা সরকার
বীর শ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: সুপ্রিয়া সরকার
পিতা: নির্মল কুমার সরকার
(ডিডি, সিএসডি-২, প্র.কা.)

নিলয় সরকার
ঢাকা কলেজ

মাতা: মালা রানী সরকার
পিতা: ফনিন্দ্র নাথ সরকার
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

মোঃ রাকিবুল ইসলাম
বীর শ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: হোসনে আরা
পিতা: মোঃ মেজবাহ উদ্দিন
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

শাদমান জুলকারনায়েন
নটরডেম কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শারমিন আরা
পিতা: মোঃ জুলকার নায়েন
(ডিজিএম, এফআইসিএসডি, প্র.কা.)

জারিন তাসনিম জেবা
সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: পিয়ারা বেগম
পিতা: মোঃ জিকরুল মিঞা
(এডি, সচিব বিভাগ, প্র.কা.)

নাবিলা নিশাত
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: তাহমিনা পারভিন রত্না
পিতা: মোঃ নাসিরুজ্জামান
(জিএম, বিএফআইইউ, প্র.কা.)

মোস্তফা মাহিন ইসলাম (উৎস)
ঢাকা কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শাহিনা আখতার বানু
পিতা: মোঃ মাজেদুল ইসলাম
(ডিজিএম, গবেষণা বিভাগ, প্র.কা.)

রবীন্দ্র সঙ্গীতের সিডি প্রকাশিত

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী কৃষ্ণা মিত্রের ১২টি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমন্বয়ে 'আশার তরণী' শিরোনামে একটি সিডি প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পী কৃষ্ণা মিত্র বাংলাদেশ ব্যাংকে একাউন্টস্ এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টে উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন।

বেদনার ব্যবচ্ছেদ হয় না

এন.এ.এম. সারওয়ারে আখতার

বেদনার ব্যবচ্ছেদ নয়
বেয়াড়া নির্বাক শব্দকণা,
রূপালী অশ্রুদানায় অব্যক্ত সুর
বাজে দূর-বিউগল।
উষ্ণ- শীতল কপোল কোমল
ডুকরে দু'ফোটা চোখের জল অস্ফুট চিৎকার,
কেবলই ধিক্কার, রোজকার-মাংসল
জীবন! বড্ড বেশি বেসামাল!
নিঃশ্বাস থেমে যায়,
চিরচেনা জনরোষে নিজ পরবাসে
মুখোশের বিষাক্ত বাতাসে-
নামহীন পথিকের ক্লান্ত বীণায়,
কি জানি কি ভুল-ভাবনায়,
অজ্ঞাতেই হাসে অশ্রুজল!
বন্ধনহীন মেকি অচেনা বাঁধন
শুষ্ক চোখের সাথে বৃথা আলাপন
অশ্রুত বেশুমার বিস্মৃত চিৎকার
পল পল বায়বীয় জীবন-যাপন
নয়তো অন্তরাল!!!
দিনান্তের শূন্য খাতায়
নখর পায়ের ছোপ থেকে যায়
বেদনার ব্যবচ্ছেদ থেমে যায়
যেভাবে যে যেখানে যা-ই বলে যাক
কিছু ভ্রান্ত অনুরাগ থাকে
থেকে যায় অনন্তকাল!!!

কবি পরিচিতি : এডি, খুলনা অফিস

অগ্নিদগ্ধ ভালবাসা

কাকলী জাহান আহমেদ

আমার করতলে
তোমার আবেগী হাত
কী ভীষণ বিশ্বাসে করে
অবিনাশী স্নায়ুর সমর্পণ।
মুঠোতে মুঠি পুরে
হৃৎ স্পন্দন ধায়
সুখ পাখি বুঝি
মনের ডালে আঁকিবুঁকি আঁকে।
তৃষ্ণা কাতরতা কতখানি হলে
সুখনিদ্রা পথভ্রষ্ট হয়
অকারণে হেলে পড়ে
থরে থরে সাজানো সুখ।
কিছু বোধ
নির্বোধ মায়ার বুনোনে ছোটাছুটি করে।
অযথাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।
আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নবীজ
কেবলই মাথা কুটে মরে।
কোন এক রংধনু আঁকা
আকাশের মেঘে মেঘে
অস্পষ্ট আঁচড়ে তবু
লেখা থাকে
"ভুল করে বার বার ভালবাসি"।

কবি পরিচিতি : ডিজিএম, আইন বিভাগ, প্র.কা.

বিদ্যুৎ চমক

শামীম আরা

কতটা পথ চললাম আমি
তোমার দেখা না পেয়েই
কথা ও কাজের মাঝে এক পোড় খাওয়া
জীবনের ফুলটি
নিয়েছিলে তুমি তুলে আমাকে না বলেই।
তারপর হারিয়ে গেলে আকাশ থেকে
আকাশে দূরে বহুদূরে
তাইতো তারায় তারায় খুঁজলাম তাকে
মেঘেদের ভিড়ে
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে সাদা কিংবা কালোতে
বাতাসের কানাকানিতে, বৃষ্টিতে, রাত্রিদিনের খেলাতে
কোথাও পাওয়া গেলো না তারপরও তোমাকে।
কিন্তু হঠাৎ একদিন একটি ঝড়ের দিন
প্রতীক্ষায় যখন ঘোর অন্ধকারে আমি বসে আছি
ঠিক তখনই বিদ্যুৎ চমকে তুমি বললে
এই তো আমি, এই যে আমি।

কবি পরিচিতি : জেডি, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

সচ্চরিত্র লিখতে পার

সচ্চরিত্র লিখতে পার
কিংবা লেখো চরিত্রবান
সচ্চরিত্রবান কভু নয়
ব্যাকরণের এটাই বিধান।
দুশ্চরিত্র লিখতে পার
কিংবা লেখো চরিত্রহীন
দুশ্চরিত্রবান কভু নয়
মনে রাখা নয় তো কঠিন।

বিশেষ্যপদের সঙ্গে 'বান' প্রত্যয় যোগ করলে সেটি বিশেষণপদ হয়। যেমন, গুণবান, ধনবান, লাভবান, ফলবান, পুণ্যবান ইত্যাদি। 'সচ্চরিত্র' শব্দটি বিশেষণবাচক পদ। 'বান' যোগ করে শব্দটিকে বিশেষণ করবার আর কোন অবকাশ নেই। 'চরিত্র' শব্দের আগে 'সৎ' শব্দটি যুক্ত করে বিশেষণবাচক পদ 'সচ্চরিত্র' গঠিত হয়। 'সৎ' শব্দটিকে সরিয়ে দিলে 'চরিত্র' পুনরায় বিশেষ্যপদ হবে। তখন এর সঙ্গে 'বান' যুক্ত করতে কোন অসুবিধা নেই। বিশেষণপদ হিসেবে শব্দটি তখন সিদ্ধ হবে। সুতরাং লিখতে হবে হয় 'সচ্চরিত্র;, নয় 'চরিত্রবান'। 'দুশ্চরিত্র' শব্দের বেলায়ও একই কথা। হয় 'দুশ্চরিত্র', নয় 'চরিত্রহীন'।

এরকম আরেকটি প্রচলিত ভুল হচ্ছে 'সহৃদয়বান'। বিশেষ করে হারানোর বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবার সময় এই ভুল শব্দটি ব্যবহার করা হয়। লেখা হয় বা বলা হয়: 'কোন সহৃদয়বান ব্যক্তি ছেলেটির সন্ধান পেলে.... ঠিকানায় যোগাযোগ করবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।' শুদ্ধ শব্দটি হবে 'হৃদয়বান' অথবা 'সহৃদয়'। আলাদাভাবে এ দুটিই বিশেষণপদ। 'হৃদয়'-এর শুরুতে 'স' এবং শেষে 'বান' দুটোই একসঙ্গে ব্যবহার করলে নিঃসন্দেহে ভুল হবে।

রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে আমাদের কী তোড়জোড়! অথচ অন্যের কষ্টে আমরা ততটা ব্যগ্র হতে পারি না কেন? তীব্র সহানুভূতি হলেও তার জন্য কিছু করতে না পারার নিদারুণ আক্ষেপ বুকে পুষে রাখতে হয়।

উঁকি দেয়া আলো

সোহেল নওরোজ

বাস থেকে নেমে তিন চাকার টেম্পু, গ্রামবাংলা ট্রান্সপোর্ট বা ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সা যোগে গ্রামের বাড়ি পৌঁছাতে হয়। সংকীর্ণ-ভাঙাচোরা সড়কে বাড়ি অবধি যেতে বেশ ঝক্কি পোহাতে হয়। পাঁচ মাইল রাস্তা আর ফুরাতে চায় না। এ পথে কিছু দূর এগোলে প্রতিবার একটা অনাকাঙ্ক্ষিত-হৃদয়বিদারক চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। যা আমার বাড়ি ফেরার সীমাহীন আনন্দ ফিকে করে দেয়। বয়সে আমার তুল্য বা কিছু বড় হবে ছেলেটি। জন্ম প্রতিবন্ধী। কথা বলা বা হাঁটা-চলার সামর্থ্য কোনটিই না দিয়ে স্রষ্টা তাকে নিষ্ঠুর এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। সমাজ-সংসারের 'আস্তাকুঁড়' ছেলেটার কাছে বিশাল এ ধরা যেন নির্মম পরিহাসের নরককুণ্ড। শারীরিক অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যে কী কষ্টেই না বেঁচে আছে সে! অসচ্ছল পরিবারের অনাবশ্যক যন্ত্রণাটাকে ভিক্ষার পাত্র দিয়ে রাস্তার ধারে উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষ দেখলেই আকুতিভরা অসহায় হাত দুটি প্রসারিত করে ছুটে আসতে চায়। কেউ যদি সদয় হয়ে সাহায্যের হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। দয়া করে দু-চার টাকা দান করে। তাতে অন্তত একবেলা আহারের সংস্থান হয়ে যাবে।

শেষবার বাড়িতে যাওয়ার সময় ঝুম বৃষ্টিতে বিকলাঙ্গ ছেলেটিকে অসহায়ভাবে ভিজতে দেখে খুব মায়া হয়। বুঝতে পারি, এ ধরনের মর্মন্তুদ দৃশ্য আশপাশের লোকদের দৃষ্টি সওয়া হয়ে গেছে। তাই কারো কোনো গ্রাহ্য নেই। আমিও যেন ভাবলেশহীন অকর্মণ্য এক মানবযন্ত্র! রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে আমাদের কী তোড়জোড়! অথচ অন্যের কষ্টে আমরা ততটা ব্যগ্র হতে পারি না কেন? তীব্র সহানুভূতি হলেও তার জন্য কিছু করতে না পারার নিদারুণ আক্ষেপ বুকে পুষে রাখতে হয়।

বাড়ি থেকে ফেরার সময় পূর্বের স্থানেই ছেলেটিকে দেখতে পাই। তবে একটু ভিন্ন চেহারায়, উন্নত আঙ্গিকে। নির্দিষ্ট সে জায়গায় টিনের দো-চালা ছাউনির মধ্যে তুলনামূলক ভালো এবং নির্ভার অবয়বে তাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না! দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তার থাকার জায়গা যতটা সম্ভব রোদ-বৃষ্টি নিরোধক করার চেষ্টা করা হয়েছে। দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই সে উৎসুক চোখে আমার দিকে তাকায়। পরিমার্জিত অবস্থায় তাকে দেখে মনের মধ্যে অন্যরকম আনন্দের পেলব অনুভব করি। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এলাকার কিছু উদ্যোমী তরুণ নিজেদের উদ্যোগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাহায্য তুলে তার জন্য এই সুব্যবস্থা করে দিয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কিন্তু অতি মহৎ এ কাজের নেপথ্যজনদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে এল। বিবাগী মনে সুখের যে হাওয়া বয়ে যায়, তা প্রকাশের উপযুক্ত উপায় জানা ছিল না। হাতের উল্টো পিঠে অবোধ চোখের কোণে জমা হওয়া আহূত আনন্দ অশ্রু মুছি। বিপন্ন মানবতার পাশে শেষ অবধি কেউ না কেউ এসে ঠিকই জীবনের জয়গান শোনায়। মানুষের প্রতি মানুষের এ সহমর্মিতার জন্যই বোধকরি জঞ্জালে ভরা পৃথিবীটা আজও বাসযোগ্য, এত সুন্দর !

■ *লেখক পরিচিতি : এডি, লিয়েন*

সাধারণ গ্রাহকের জন্যে
বাংলাদেশ ব্যাংকের সেবাসমূহ

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর ব্যাংক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি মুদ্রানীতি প্রণয়ন, দেশের মুদ্রা বাজারে টাকা সরবরাহ, মুদ্রার তারল্য প্রবাহ ঠিক রাখা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিকভাবে আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতের নজরদারিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
এসব কাজের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণ গ্রাহকদেরকেও সরাসরি কিছু সেবা দেয়। সেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে সঞ্চয়পত্র ক্রয় বিক্রয়, ট্রেজারি চালান জমা নেয়া, চালানের ট্যাক্স জমা নেয়া, প্রাইজবন্ড ক্রয়-বিক্রয়, নতুন নোট সরবরাহ ও অত্যাধুনিক মেশিনের মাধ্যমে ছেঁড়াফাটা টাকা বদলে দেয়া ইত্যাদি। নানারকম সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতিদিনই বাংলাদেশ ব্যাংকে ভিড় করেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অনেক শ্রেণিপেশার মানুষ। বিভিন্ন কাউন্টারে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদেয় সেবা সম্পর্কে সাধারণ গ্রাহকদের অনুভূতি জানতে পরিক্রমা টিম কথা বলে ব্যাংকে সেবা নিতে আসা কয়েকজন সাধারণ গ্রাহকের সাথে :

মোঃ ওমর আলী মোল্লা, ৬৫
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী

আমি সরকারি চাকরি করতাম। বাংলাদেশ ব্যাংকে পেনশন সঞ্চয়পত্রের লাভের টাকা তুলতে মাস তিনেক পর পর আমাকে আসতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সেবার মান খুবই সন্তোষজনক তবে গতিটা বাড়ানো হলে আরও ভালো হতো। আর যেহেতু টোকেন জমা দিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, তাই আমার মনে হয় এখানে বসার সুব্যবস্থা থাকলে এবং কিছু পত্রিকা পড়ার সুযোগ থাকলে সময়টা ভালো কাটতো।

শাকিলা সরোয়ার, ৫৩
অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

আমি এখন অবসরে আছি। আমি প্রাইজবন্ড কিনতে বাংলাদেশ ব্যাংকে আসি। মাঝে মাঝে প্রাইজবন্ড কিনে আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দেই। এখান থেকে প্রাইজবন্ড কেনা খুবই নিরাপদ। কোন ধরনের জালিয়াতির আশঙ্কা থাকে না। আর এখানে অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় ব্যবস্থাপনা ভালো। বেসরকারি ব্যাংকে যদিও খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যায়, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের সেবাই সবচেয়ে নিরাপদ বলে আমি মনে করি।

মোঃ রিফাত মিয়া, ২০
বেসরকারি চাকরিজীবী

আমি বর্তমানে একটি বেসরকারি চাকরি করছি। বেশিরভাগ সময়ই অফিসের কাজে ট্রেজারি চালান, ট্রেজারি চালানের ট্যাক্স জমা দেয়া এসব কাজ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকে আসতে হয়। আর বলতে গেলে প্রায় প্রতি মাসেই আমি আসি। অনেক সরকারি ব্যাংকের তুলনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সেবার মান বেশ ভালো। তবে ব্যাংকে একটু আধুনিকতার ছোঁয়া থাকলে আরো ভালো লাগতো। সনাতন নিয়মে এখানে সব কাজ করা হয়। পরিবেশটাও একটু বদ্ধ। তাই এসব দিকে নজর দিলে ব্যাংকে আসতে আরো ভালো লাগতো।

তানজিনা রহমান, ২৩
ছাত্রী

বাংলাদেশ ব্যাংকে মায়ের সাথে আসি। নতুন টাকা তুলতে মাঝে মাঝে আমার এখানে আসতে হয়। নতুন টাকা নিতে আমার ভালো লাগে তাই মায়ের সাথে এখানে এসে পুরনো টাকা বদলিয়ে নতুন টাকা নিয়ে যাই। যেহেতু এখানে অনেকগুলো কাউন্টার তাই আমার মনে হয় যারা নতুন আসেন তাদের দিকনির্দেশনার জন্য ব্যবস্থা থাকলে সুবিধা হতো।

কামরুন্নেছা খানম, ৬২
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা

অনেক বছর ধরেই ঈদের সময় নতুন টাকা নিতে আসা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে তাই আমার অনেক পুরনো সম্পর্ক।
ব্যাংকের সেবায় আমি সন্তুষ্ট। তবে আমি যখন হিসাবের বইগুলো জমা দেই তারপর থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। যেহেতু আমি একজন শিক্ষিকা তাই আমার তাড়া থাকে। একারণে আমার মনে হয় কম সময়ের মধ্যে কাজটা সম্পাদন করলে ভালো হতো।

ফেরদৌস আলি, ৬৪
অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। আমি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর আমার পেনশনার সঞ্চয়পত্রের মুনাফা তুলতে আসি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সেবায় আমি সন্তুষ্ট তবে কম্পিউটার কাউন্টারে কিছুটা দেরি হয়। কম্পিউটার দেওয়া সত্ত্বেও কম্পিউটার কাউন্টারে কেন যে এত দেরি হয় এটা আমি বুঝি না। এই কাজটা একটু তাড়াতাড়ি হলে ভালো হতো।
সবচেয়ে বড় কথা, সময়ের দাম সবার কাছেই আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এদিকে মনোযোগী হয় তাহলে গ্রাহক সেবা আরও বাড়বে। আমার মনে হয় গ্রাহকের সন্তুষ্টিকে সবার ওপরে স্থান দেয়া উচিত।

বিউটি বেগম, ৪০
গৃহিণী

আমি কিছু সঞ্চয়পত্র কিনেছি। সঞ্চয়পত্র থেকে প্রতি মাসে ১ লাখে ১ হাজার ১শর মতো টাকা আসে। আমি এখানে কখনো প্রতি মাসে আসি কখনোবা দুই মাসে একবার আসি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সেবার মান ভালোই। তবে একটু বেশি অপেক্ষা করতে হয়। এটা অবশ্য স্বাভাবিক। ওরা ওদের নিয়ম অনুযায়ী টাকা দিয়ে দেয়। সবকিছুই তো একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে করা হয়।
আমি মনে করি এখানে জনবল বাড়ালে ভালো হতো। এত কম মানুষ যে কাজ করতে দেরি হয়। নতুন প্রযুক্তিতে বা কম্পিউটারাইজড্ পদ্ধতিতে সেবা প্রদান করা হলে ভালো হতো। আমাদের এতক্ষণ থাকতে হতো না।

প্রসেনজিৎ দাস, ৩৭

ব্যবসায়ী

মূলত পারিবারিক সঞ্চয়পত্র বিষয়ক সেবা গ্রহণ করতে আমার বাংলাদেশ ব্যাংকে আসা। প্রায় প্রতিমাসেই ১৬ থেকে ২০ তারিখের মাঝে আমি আসি। ব্যাংকের সেবায় আমি সন্তুষ্ট। এখানে কম্পিউটার কাউন্টারে টোকেন জমা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। এজন্য কাউন্টার সংখ্যা বাড়ালে আমাদের সুবিধা হতো। আমি মনে করি, বর্তমান মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত সুদহার প্রায় ঋণাত্মক। এ অবস্থায় প্রকৃত সুদহারকে বিবেচনায় এনে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সুদহার সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা উচিত।

মোঃ জহির উদ্দিন, ৩৯
ব্যবসায়ী

আমি আমার ব্যবসার কাজে বিভিন্ন ট্রেজারি চালান করতে প্রায়ই বাংলাদেশ ব্যাংকে আসি। আমার ব্যবসার জন্য এই চালানের সেবাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সবাই যাতে সেবা পায় এজন্য এখানে অনেকগুলো কাউন্টার করা হয়েছে। তবে এখানকার সেবায় আমি শতভাগ সন্তুষ্ট নই। যখন বেশি ভিড় হয় তখন দেখা যায় আমার কাজে দেরি হয়ে যায়। লাঞ্চের সময় প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। এতে দেখা যায় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। আমাদের সময় যাতে বাঁচে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দেবেন বলে আশা রাখি।

ইয়াসমিন বেগম, ৪৫
গৃহিণী

সঞ্চয়পত্রের কাজে আমি প্রতি ৬ মাস পর পর আসি। এই সেবাটি অনেক ভালো ও নিরাপদ। আমি মনে করি জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পসমূহ বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সঞ্চয় মাধ্যম এবং একই সঙ্গে সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণের অন্যতম অভ্যন্তরীণ উৎস। পেনশনার সঞ্চয়পত্রের অনুরূপ অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি চাকরিজীবী ও বয়স্ক লোক এবং বিধবা মহিলাদের জন্যও এমন বিশেষ ধরনের সঞ্চয়পত্র চালু করা উচিত যার সুদের হার অন্যান্য সঞ্চয়পত্রের তুলনায় কিছুটা বেশি হবে এবং উক্ত সুদ উৎসে করের আওতা বহির্ভূত হবে। আমরা আশা করি বাংলাদেশ ব্যাংক সঞ্চয়পত্র ক্রয় এবং লভ্যাংশ উত্তোলনের সময় লেনদেন দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

রোজী ইসলাম, ৪৫
গৃহিণী

আমি পরিবার সঞ্চয়পত্র কিনেছি। এতে ১ লক্ষ টাকায় প্রতি মাসে ১ হাজার ৭০ টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। এই মুনাফা ওঠানোর জন্য প্রতি মাসেই আমি এখানে আসি। আমি ২০১০ সাল থেকে ঢাকায় বসবাস করছি। এর আগে বগুড়াতে ছিলাম। সবসময়ই আমি সঞ্চয়পত্রের সেবা গ্রহণ করেছি, এখনো করছি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সেবায় আমি সন্তুষ্ট। আগে মুনাফার পরিমাণ অনেক কম ছিল। এখন একটু বাড়ানো হয়েছে। বলতে গেলে বসে বসে ১০৭০ টাকা পাচ্ছি, ভালোই লাগে। এখানে তুলনামূলকভাবে বেশি অপেক্ষা করতে হয়। একটু দ্রুত হলে আমার জন্য অনেক সুবিধা হতো। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছে। সকাল এগারোটায় জমা দিলে টাকা পেতে বেলা দুইটা বেজে যায়।

হাফিজুর রহমান, ২৫
বেসরকারি চাকরিজীবী

আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। জরুরি প্রয়োজনে প্রাইজবন্ড কিনতে আমার এখানে আসা। এখানকার সেবার মান বেশ ভালো বলেই আমি মনে করি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশ, গ্রাহক সেবার মান আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। এখানকার সব কাজের মধ্যেই শৃঙ্খলা আছে। এ অবস্থার আরও উন্নতি হবে বলে আশা করি।

নয়নতারা, ৪৫
গৃহিণী

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নতুন নোট নিতে আমি প্রায়ই আসি। আবার মাঝে মাঝে ছেঁড়া নোট বদলাতে আসি। লাইনে দাঁড়িয়ে নোটগুলো ১৪, ১৫ ও ১৭ নং কাউন্টারে জমা দিলে ভালো টাকা দিয়ে দেয়। প্রতিদিন এরা সকাল এগারোটায় টাকা জমা নেয়। লাইনের মাধ্যমে সবার টাকা জমা নেয়। ফেরত দিতে সাধারণত আড়াইটা থেকে তিনটা বাজে। তাই এই সময়টা আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। মেশিনে দিয়ে এরা টাকার মান পরিমাপ করে। বলতে গেলে এখানে কাজগুলো নিয়ম মতোই করা হয়। কখনও বড় ধরনের কোন সমস্যা বা হয়রানি হয় না।

গ্রাহকদের সাথে আলাপচারিতার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সেবার নির্ভরযোগ্যতা ও মান যথেষ্ট সন্তোষজনক। তবে, সঞ্চয়পত্র ও ট্রেজারি চালান বিষয়ক সেবার জন্য কাউন্টার সংখ্যা বৃদ্ধি করে দ্রুততার সাথে সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে গ্রাহকদের শতভাগ সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হবে। এছাড়াও গ্রাহকদের সাথে আলোচনা করে দেখা গেছে বিভিন্ন ব্যাংক ও ডাকঘরে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরম ও কুপনের স্বল্পতা/সংকটের কারণে অনেক সঞ্চয়কারী যথাসময়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে পারে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংকসমূহের কাউন্টারের পাশাপাশি এখন অনলাইনে সঞ্চয়পত্র ক্রয় ফরম পাওয়া যাচ্ছে যা জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে। আশা করা যায় এতে গ্রাহক সেবার মান আরও উন্নত হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

পুনে শহরে প্রশিক্ষণ

শেখ মোহাম্মদ ইকবাল

ঢাকা থেকে দিল্লি হয়ে পুনে, পুনে থেকে মুম্বাই হয়ে কলকাতা দিয়ে ঢাকায় ফেরা। এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। খুবই রোমাঞ্চকর ভ্রমণ। সুযোগটি এসেছিল আগস্টের প্রথম সপ্তাহে। অফিসিয়াল ট্যুরে আমার যাবার সৌভাগ্য হয় ভারতের মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে। পুনের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (এনআইবিএম) 'Operational risk management under the new capital adequacy framework' এর ওপর চার দিনব্যাপী একটি ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করে। বাংলাদেশ ও কাতারসহ ভারতের বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ২০ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।

জেট এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে চড়ে দিল্লির মাটিতে ল্যান্ড করি দুপুর সাড়ে বারোটায়। বিকালে দিল্লি রেড ফোর্ট পরিদর্শনে যাই। বিশাল এলাকা নিয়ে এ রেড ফোর্ট। দিল্লি থেকে আগ্রা ১৮০ কি.মি. দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। সড়ক পথে প্রায় ৬ ঘণ্টার পথ। পরদিন আগ্রায় পৌঁছলাম দুপুর বারোটায়। একজন ট্যুরিস্ট গাইড আমাদের পুরো এলাকা ঘুরিয়ে দেখান। তারপর আমরা মুঘল সম্রাট শাহজাহানের তাজমহলে প্রবেশ করি। এখানে এলে শাহজাহানের কবি মন আর শিল্পী হৃদয়ের পরিচয় মেলে। নিজের চোখে না দেখলে কখনো জানাই হতো না কি অপার সৌন্দর্যের আধার এই তাজমহল। এক কথায় অপরূপ সৃষ্টি! প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী আগ্রা আর তাজমহল দেখে তাদের শিল্প মনের পিপাসা মেটায়। পুনেতে প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতের Operational Risk profile সম্পর্কে সম্যক ধারণা, Operational Risk নিরূপণের পদ্ধতি, অধিকতর Sophisticated AMA Approach, ব্যাংকের সামগ্রিক Operational Risk profile বিবেচনায় আন্তঃ ও বহিঃ নিরীক্ষা কার্যক্রমের সাহায্যে এর বৈধতা নির্ণয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়েছে। প্রশিক্ষণশেষে ইতিহাস আর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর প্রতিবেশি দেশ ঘুরে ভারত থেকে আমি ফিরে এলাম নিজ দেশে।

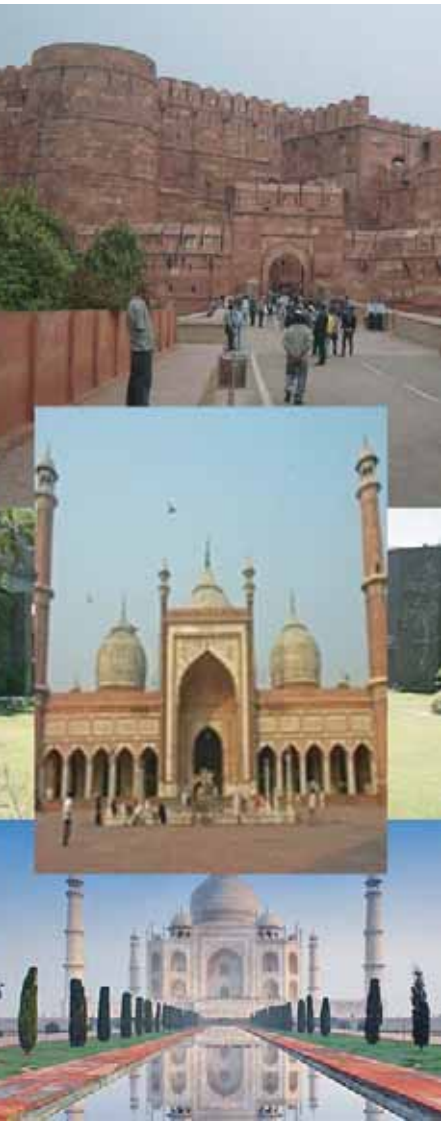

■ *লেখক : ডিডি, ডিওএস, প্র.কা.*

স্মৃতির আয়নায় বাংলাদেশ ব্যাংক

(২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবাদের মুখে ওদের (পাকিস্তানিদের) দুঃশাসন অনেকটাই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। ওদের আগ্রাসী মনোভাব যত বাড়তে থাকলো আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব-বিশেষত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর দল ততই অনড় হতে থাকলেন। তারপরতো একদিন একাত্তরের সেই কালো রাত এলো। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি বাহিনী বন্দী করে নিয়ে গেলেও তাঁরই নামে ও নির্দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হলো। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের শেষে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীন হলাম। আমরা আর স্টেট ব্যাংকের নয়, স্বাধীন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের- বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারী হলাম। করাচি যাওয়ার দিন থেকেই মনে এই স্বপ্ন ছিল- আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে তা সফল হলো। কিন্তু হানাদার বাহিনীর জঘন্য পোড়ামাটি নীতির ফলে আমরা শুধু আমাদের হাজার হাজার স্থাপনা, কলকারখানা নয়- লক্ষ লক্ষ মা-ভাই-বোন হারালাম। যাদের প্রাণের বিনিময়ে এই বাংলাদেশ। আমরা শুধু এখন তাদের জন্য দোয়াই করতে পারি- তাদের অপরিশোধ্য ঋণ কখনও শোধ হবে না- যেমনটা কবি লিখেছেন এবং আমাদের শিল্পী গেয়েছেন- 'তোমাদের এই ঋণ কোনদিন শোধ হবেনা'।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের সবকিছুই নতুন করে শুরু করতে হলো। দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম- বাংলাদেশ ব্যাংককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গড়তে থাকলেন হামিদুল্লাহ (ভারপ্রাপ্ত গভর্নর)- এ কে এন আহ্‌মেদ (বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর) ও আরও অনেকে। আজ ভাবি বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে আমি কি সহকারী পরিচালক থেকে মহাব্যবস্থাপক ও অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (১৯৯৬-২০০০) হতে পারতাম। পরে এই বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সরকার আমাকে প্রথমে গৃহায়ন তহবিলের উপদেষ্টা (সিইও) ও পরে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের (বিসিবিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয় (২০০১ সালের প্রথম দিকে)। আমার মনে হয় জীবনে যতকিছু পেয়েছি, বিভিন্ন দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, সবকিছুই সম্ভব হয়েছে আমার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পেশাগত প্রশিক্ষণের কারণে। এই বাংলাদেশ ব্যাংকেই সিনিয়র-জুনিয়র অনেক অসাধারণ সহকর্মীর সাহায্য, সহযোগিতায় আমি ধন্য হয়েছি। আজ জীবনের এই প্রান্তে এসে মনে পড়ে হাসিব ভাই, আশরাফ ভাই, তৌফিক ভাই, আতাউল হক ভাইয়ের মতো অনেক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মেধা ও মমতার কথা। এই বাংলাদেশ ব্যাংকেই আমি দেখেছি ওয়ারিদুজ্জামানকে- হাফিজ সাহেবকে- সৈয়দ মুনীরুদ্দীন, সৈয়দ আহমেদ খান- বিলকিস জাহান- নাজমা লতিফ, মোকাম্মেল হক ও আরো অনেককে যারা অন্যের উপকার করতে নিজের শেষ সামর্থ্য ব্যয়ে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ডিজিটাল বাংলাদেশে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এখন অনেক উন্নতি হয়েছে- আগের তুলনায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার সক্ষমতা বেড়েছে। এখনো কেন জানি আমার দৃঢ় বিশ্বাস- দেশের আর যে কোনও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বাংলাদেশ ব্যাংক তার অতুলনীয়তা সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করে চলেছে। আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করি। আর সমাজের অনেকেই এই পরিচয়েই আজও আমাকে সম্মান করেন- এটাই আমার জীবনের সবচাইতে বড় পাওয়া। বাংলাদেশ ব্যাংক এই শব্দ দুটো শুনলে বা বললেই আমার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়। আমার ছেলেমেয়েরা অন্য অনেক সহকর্মীর সন্তানের মতোই উচ্চশিক্ষিত ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাও আমার মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ঐতিহ্যের কল্যাণে। আমার মনে হয় এখন যারা মন-প্রাণ ঢেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কাজ করছেন একদিন তাদেরও এই অনুভূতি হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সকলকে সালাম ও অভিনন্দন।

■ *লেখক : প্রাক্তন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ব্যাংক*

ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের নতুন আইন

ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের লোগো

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (BoE) সম্প্রতি বিদেশি ব্যাংকের শাখাসমূহের জন্য একটি নতুন আইন করেছে। এই আইন অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে অবস্থিত শাখাসমূহের কার্যক্রম বন্ধের বা অবসায়নের প্রয়োজন হলে তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তির ব্যাপারে স্ব-স্ব ব্যাংকগুলোকে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে হবে। BoE এর একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন অথরিটি (PRA) নতুন আইনটিকে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক এরিয়ার (EEA) বাহিরের ব্যাংকগুলো তদারকির জন্য কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করছে।

বিদেশি ব্যাংকের শাখাগুলোর নিজস্ব কোন মূলধন বা পরিচালনা পর্ষদ থাকে না। যুক্তরাজ্যের ব্যাংকিং সম্পদের ৩১ ভাগ বিদেশি ব্যাংকের শাখাগুলোর অধীনে, যার পরিমাণ ২.৪ ট্রিলিয়ন পাউন্ড (৪ ট্রিলিয়ন ডলার)। এই বিপুল সম্পদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের মালিক ইউরোপিয়ান ইকোনমিক এরিয়া (EEA) এর বাইরের দেশের ব্যাংকের শাখাগুলোর। BoE এই শাখাগুলো তদারকির ক্ষেত্রে যে তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে সেগুলো হলো: শাখাটি কি ধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করে (Wholesale or retail), শাখাটি যে দেশের ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন সে দেশটির তদারকি ব্যবস্থা PRA এর সমমানের কি না, স্বদেশি নিয়ন্ত্রক সংস্থা (Home State Supervisor, HSS) ব্যাংকটির বিশ্বস্ততা ও সক্ষমতার সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করে কি-না। যে শাখার ব্যাপারে PRA সন্তুষ্ট হবে না, সেটির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে নতুন শাখার অনুমোদন না দেয়া বা বর্তমান শাখার অনুমোদন বাতিল হতে পারে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সফলতার উপর কেনিয়ার গভর্নরের গুরুত্বারোপ

গভর্নর এনডংইউ

কেনিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের মতে, বৃহত্তর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং পুঁজিবাজারের সম্প্রসারণের ফলে কেনিয়ার আর্থিক খাতে গত পাঁচবছরে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রকাশিত ২০১৩ সালের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা প্রতিবেদনে গভর্নর এনডংইউ (Ndung`u) এ খাতের স্থিতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সফলতার জন্য তিনি আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রকদের কতগুলো মুখ্য সংস্কার কর্মসূচিকে কৃতিত্ব প্রদান করেন।

২০১৩ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে কেনিয়ার প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মধ্যে প্রায় ৬৭% বৈধ আর্থিক সেবা পান, যা ২০০৯ সালে ৪১% ও ২০০৬ সালে ২৭% ছিল। গভর্নর ২০১৪ সালের জুনে আন্তর্জাতিক বাজারে কেনিয়া সরকারের ইউরো বন্ডের সফল আবির্ভাবের ওপর আলাদাভাবে গুরুত্বারোপ করেন এবং মনে করেন এর ফলে কেনিয়ার আর্থিক খাতের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে চূড়ান্ত তারল্য আইন অনুমোদন

ফেডারেল রিজার্ভসহ যুক্তরাষ্ট্রের অন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো দেশটির বড় ব্যাংকগুলোর জন্য ন্যূনতম তারল্য ধারণের মানদণ্ড চূড়ান্ত করেছে। ফেড সম্প্রতি বলেছে, জানুয়ারি ২০১৭ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল ব্যাংকের সমন্বিত সম্পদ (consolidated asset) ২৫০ বিলিয়ন ডলার অথবা অন-ব্যালান্সশীটে বৈদেশিক এক্সপোজার ১০ বিলিয়ন ডলার সে সকল ব্যাংকের ক্ষেত্রে লিক্যুইডিটি কাভারেজ রেশিও (Liquidity Coverage Ratio, LCR) প্রযোজ্য হবে।

যে সকল সাবসিডিয়ারির সম্পদ ১০ বিলিয়ন ডলার সেগুলোও এ আইনের আওতাধীন হবে। যে সকল ব্যাংকের সর্বমোট সম্পদের পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন ডলার তাদের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শিথিল লিক্যুইডিটি কাভারেজ রেশিও (LCR) আরোপিত হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এরূপ বিদেশি ব্যাংকগুলোকে এ আইনের বাহিরে রাখা হয়েছে।

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম ভবন

লিক্যুইডিটি কাভারেজ রেশিও (LCR) আইনে বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর হাই-কোয়ালিটি লিক্যুইড অ্যাসেট (HQLA) ধারণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেন লেনদেনের প্রয়োজনে ৩০ দিনের মধ্যে এ সম্পদকে পর্যাপ্ত নগদ অর্থে (Cash) রূপান্তর করা যায়।

চূড়ান্ত আইনটি ব্যাসেল কমিটির মানদণ্ড অনুযায়ী করা হলেও বাস্তবায়নের জন্য অপেক্ষাকৃত কম সময় প্রদানসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও কঠোর করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক মন্দা মোকাবিলায় তারল্য অবস্থার যে উন্নতি করেছে, সেটি যেন ধরে রাখতে পারে, সেজন্য আইনটি বাস্তবায়নে কম সময় দেয়া হয়েছে।

ফেড সভাপতি জেনেট ইয়েলেন (Janet Yellen) মনে করেন, মন্দা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের বড় ব্যাংকগুলো অত্যধিক মাত্রায় পাইকারি বাজারে (wholesale) ফান্ড ব্যবহার করেছিল; তবে চাপ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত হাই-কোয়ালিটি লিক্যুইড অ্যাসেট (HQLA) ধারণ করেনি।

একজন ফেড গভর্নর ডেনিয়েল টারুল্লো (Daniel Tarullo) বলেন, এ আইনটি শুধুমাত্র স্থানীয় যে সকল ব্যাংকের কোম্পানি রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যদিও তিনি ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল বিদেশি ব্যাংকের শাখা ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানি রয়েছে, তাদের জন্য অনুরূপ আইন তৈরির ব্যাপারে আভাস দেন। তিনি লিক্যুইডিটি কাভারেজ রেশিও (LCR) এর পাশাপাশি নেট স্ট্যাবল ফান্ডিং রেশিওর (NSFR) উপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো 'সিকিউরিউটিজ ফাইন্যান্সিং ট্রানজেকশন (Securities Financing Transaction)' এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম সামঞ্জস্য রক্ষায় প্রস্তাব তৈরিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

■ *গ্রন্থনা : আনোয়ার উল্যাহ্, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল, সিলেট একটি মডেল স্কুল

প্রধান শিক্ষক কবিতা কুন্ডু

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের সুষ্ঠু পরিবেশে সুশিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে শাহজালাল (রঃ) উপশহরে অবস্থিত ব্যাংকের কর্মচারী নিবাসের এ-টাইপ ভবনে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল, সিলেট স্থাপিত হয়। ১৫ আগস্ট ২০০৭ বিদ্যালয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে সরকারি অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীতে ১ জানুয়ারি ২০০৯ হতে হাই স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিদ্যালয়ের জন্য ০.৭০ একর জমি বরাদ্দ করা হয় যেখানে পাঁচতলা ফাউন্ডেশনের চারতলা দৃষ্টিনন্দন স্কুল ভবন তৈরি করা হয়।

এই বিদ্যালয়টি সিলেট জেলার স্বনামধন্য আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ও সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক, সৃজনশীল শিক্ষায় প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়ে আসছে। ম্যানেজিং কমিটির কৌশলী দিক-নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান, যুগোপযোগী পরামর্শ, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং স্কুলের শিক্ষকদের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল, দক্ষ ও ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত আছে। ২০১৩ সালে Secondary Education Sector Development Project, Dhaka কর্তৃক পরিচালিত জরিপে বিদ্যালয়টি সিলেট জেলার মাত্র তিনটি এ-গ্রেড স্কুলের একটি হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এই ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে প্রধান শিক্ষক ও সচিবের দায়িত্বে আছেন কবিতা কুন্ডু।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলেও শুরু থেকে সর্বসাধারণের জন্যে শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। ১৯৯৯ সালে মাত্র ৮১ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে প্লে গ্রুপ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ছাত্র-ছাত্রী ৯৪৪ জন এবং শিক্ষক-কর্মচারী ৩৫ জন। বিদ্যালয়ে শুরু থেকে পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় শতভাগ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

নিজস্ব জমিতে নির্মিত ভবনে প্রশস্ত শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ রয়েছে বিদ্যালয়টির। প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত, স্বাস্থ্যকর, কোলাহলমুক্ত, নিরিবিলি এবং এখানে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা আছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সুশৃঙ্খল ও সময়নিষ্ঠ করে গড়ে তোলার জন্য সেমিস্টার পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। তাছাড়া মাসিক/অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষার গড় ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্কৃতিমনা করে গড়ে তোলার জন্য রয়েছে বিশেষ কর্মসূচি। আধুনিক যুগোপযোগী পরিকল্পিত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়ে দুইটি ডিজিটাল ক্লাস রুম রয়েছে। শিক্ষার্থীদের বেতন নির্ধারিত ব্যাংকের মাধ্যমে নেয়া হয়।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন জানান, স্কুলের নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু ও সর্বক্ষেত্রে পাঠদানে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্কুলটিকে সিলেটের সেরা স্কুলে উন্নীত করার জন্য বর্তমান পর্ষদ কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল সিলেটের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাপীঠ হিসেবে দেশের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে এটাই প্রত্যাশা।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।